চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই মনপছন্দ
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে

বাংলার সাথে জ্বলছে দিল্লীও

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে এবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দিল্লি। পরপর বাসে আগুন ধরিয়ে দিল বিক্ষোভকারীরা। চলল ভাঙচুর। বিক্ষোভে যোগ দেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ছাত্ররা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। তাছাড়া শনিবারের পর রবিবারও উত্তেজনায় সরগরম রাজ্যের বিভিন্ন জেলা। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে এদিন সকাল থেকে ফের উত্তেজনা ছড়িয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। সকাল থেকে বেশ কিছু জায়গায় সড়ক এবং রেল অবরোধ শুরু করছে বিক্ষোভকারীরা। সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ, আমডাঙা এবং দেগঙ্গা। এবারে এই হিংসার ঘটনা দমনে কড়া পদক্ষেপ নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধিতায় জ্বলছে গোটা দেশ। সেই তালিকায় নাম জুড়ল রণক্ষেত্র রাজধানী। এই আইনের বিরোধিতায় দক্ষিণ দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়ে তাঁরা। এরপরই ভাঙচুরের পাশাপাশি একাধিক গাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। এদিন নিউ ফ্রেন্ড কলোনিতে প্রথমে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তার ফলস্বরূপ একে একে মথুরা রোড-সহ একাধিক রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আশ্রম চক, বদরপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে।

কয়েক হাজার মানুষের বিক্ষোভে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় রাজধানী। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলেন পুলিশকর্মীরা। তবে তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। পরিবর্তে পুলিশের সঙ্গে প্রথমে কথা কাটাকাটি এবং পরে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন প্রত্যেকে। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। তাতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। একের পর এক বাসে আগুন জ্বালাতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। একে একে মোট ৩টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে পুলিশ।

এদিকে, গুয়াহাটির বিক্ষোভে গুলিবিদ্ধ আরও দু জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে অসমে নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল চারজনের।

রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বন্ধ রাখা হবে ইন্টারনেট পরিষেবা। কিছু বহিরাগত সাম্প্রদায়িক শক্তির উসকানির ফলে রাজ্যে হিংসার ঘটনা ঘটছে বলে জানান তিনি। শুক্রবার থেকেই মুর্শিদাবাদ থেকে হাওড়ার উলুবেড়িয়া দক্ষিণবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকেই হিংসার ঘটনা সামনে আসতে শুরু করে। এই হিংসা রোধে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা বসিরহাট মহকুমাতেও।

এছাড়াও বারাসত মহকুমা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমা, ক্যানিং মহকুমা এর কিছু জায়গায় এই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে রাজ্যের তরফে নির্দেশ দিয়ে জানানো হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্যে এই ইন্টারনেট বন্ধ রাখার নির্দেশ রাজ্য প্রশাসনের তরফে। দীর্ঘক্ষণ আমডাঙার ধানকল মোড় অবরোধ করে রাখেন আন্দোলনকারীরা। সোনাডাঙা মোড়েও অবরোধ করা হয়। ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে বন্‌ধ চলছেই আজ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরের পরিস্থিতিও এখনও স্বাভাবিক হয়নি। নাগরিক মঞ্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্‌ধ ডেকেছে কাঞ্চনপুরে। রবিবারও শুনশান ছিল কাঞ্চনপুর।

এদিকে, মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করার জন্য। কিন্তু, কোনভাবেই আলোচনায় বসতে রাজি হয়নি। শেষে রবিবার নাগরিক মঞ্চ সম্মত হয়েছে সোমবার প্রশাসনের সাথে বৈঠকে বসে সমস্যার নিয়ে আলোচনা করতে। আগামীকাল কাঞ্চনপুর বাজারে হবে প্রশাসনের উদ্যোগে এই বৈঠক। নাগরিক মঞ্চের অভিযোগ মিজো রিয়াং শরণার্থীদের অত্যাচারে স্থানীয় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

চুরি যাওয়া বাইকসহ চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর।। বাইক সমেত চোরকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনা বিশালগড়ের মোড়াবাড়িতে। রবিবার বিকালে পুলিশের টহলদারী টিম ওই এলাকায় যাওয়ার পর দেখতে পায় এক যুবক পুলিশকে দেখে বাইক নিয়ে বেপরোয়া ভাবে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ ওই বাইক চালককে পিছু ধাওয়া করে এবং একসময় তাকে আটক করে। বাইক চালকের নাম আবুল খায়ের। বয়স আনুমানিক ৩৬। পুলিশ ওই যুবককে জেরা করে জানতে পারে ওই যুবক যে বাইকটি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সেটি চুরি করা। পুলিশ নম্বরবিহীন ওই বাইকের মালিকের সন্ধানে তথ্য অনুসন্ধান করছে।

বিশালগড়ে দুই মক্ষিরাণী সহ আটক দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর।। দুই মক্ষিরাণী সহ দুই যুবককে আটক করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। আপত্তিজনক অবস্থায় তাদের ধরা হয়েছে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের কাছে নির্জন জঙ্গলে তাদের আটক করা হয়েছে। ধৃত দুই যুবকের বাড়ি ধলাই জেলার আমবাসায়। অন্য দুই মহিলার বাড়ি আগরতলায়। ওই দুই মহিলা বিবাহিত বলে পুলিশ তথ্য অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে।

সিএএ'কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবে গণমুক্তি পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার রাজ্য উপজাতি গণ মুক্তি পরিষদের সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, তারা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে (সিএএ) চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করবেন।

আজ সন্ধ্যায় একটি সংবাদ সম্মেলনে চৌধুরী চৌধুরী বলেছেন যে তারা গণতান্ত্রিক ও আইনী উপায়ে তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবেন।তিনি বলেন, বিজেপি বিলটি পাস করেছে কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এই কারণে ত্রিপুরা, আসাম এবং এখন পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে। বিজেপি কিছু রাজ্যের আইএলপি তথা ইনার লাইন পারমিট এবং এডিসির নাম করে এই আইন বাদ দিয়েছে। জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিজেপি ভেবেছিল মানুষ বোকা। কিন্তু, মানুষ বোকা নয়। তারা এখন বিলের প্রতিবাদ করে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামছেন। এমনকি ইউএসএ এবং ইউরোপে বসবাসকারী লোকেরাও বিলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এবং প্রতিবাদ করছেন। যারা এই গণতান্ত্রিক উপায়ে বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন, আমরা তাদের সমর্থন করব, জানালেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি আরও বলেন যে তারা আইনজীবীদের সাথেও দেখা করবেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে নথিপত্র জোগাড় করবেন। শীঘ্রই আমরা সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করব।ত্রিপুরার অশান্তি নিয়ে তিনি বলেন, অশান্তি তৈরির জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কিছু লোক প্রতিবাদে প্রবেশ করেছিল। তাই এই হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীচৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এবং এটি তাদের জমি, সংস্কৃতি, পরিচয়ের উপর বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছে। আমরা যদি সিএবির মাধ্যমে এই বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানাই তবে এটি একটি কালো ছায়া নিয়ে আসতে পারে। আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে রাজ্য থেকে বিলটি বাতিল করতে আবেদন করব, জানিয়েছেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

গুঞ্জন নেই, শোকস্তব্ধ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর।। মোমবাতি নিয়ে খেলা করার সময় আগুনে ঝলসে যাওয়া আট বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে জিবি হাসপাতালে। শনিবার রাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে ময়নাতদন্তের পর শিশুটির মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগরতলা জিবি হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ শিশুটির গ্রামে নিয়ে গেলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর কানাইবাড়ি এলাকায় ৮ বছরের শিশুকন্যা গুঞ্জন ভক্ত মোমবাতি নিয়ে খেলতে গিয়ে আগুন লেগে ঝলসে যায়। খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকলকর্মীরা ছুটে গিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। জানা গেছে, নিজ বাড়িতেই মোমবাতি নিয়ে একা একা খেলা করছিল গুঞ্জন। হঠাৎই তার জামায় মোমবাতি থেকে আগুন লেগে যায়। তার চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নেভানো সম্ভব হলেও শিশুটির শরীরের বিভিন্ন অংশ আগুনে ঝলসে যায়। দমকল কর্মীরা তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাব'র বিরোধীতার আন্দোলনে বিজেপি সমর্থকরা ঢুকে হিংসা সৃষ্টি করেছে, অভিযোগ যৌথ ফোরামের

জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এর কর্মকর্তা সাংবাদিক সম্মেলনে। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করা হয়েছে তাতে বিজেপির কর্মীরা প্রবেশ করেছে এবং হিংসার সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ করল জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল (জেএমএসিএবি) এর কর্মকর্তারা। রবিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যৌথ ফোরামের নেতৃত্ব অভিযোগ করেছেন সিএবির প্রতিবাদকারীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য হিংসা সৃষ্টি করার জন্য তাদের আন্দোলনে ঢুকে পড়েছিল বিজেপির কর্মীরা।

জেএমএসিএবি নেতা জগদীশ দেববর্মা বলেন, ক্ষমতাসীন বিজেপি সমর্থকরা যারা তাদের আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তার কারণে ধর্মঘটের সময় সহিংসতা হয়েছিল।তিনি বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরার সাধুপাড়ায় আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিতে তুইচিন্দ্রাই থেকে রওয়ানা হয় পথে বিক্ষোভকারী মন্ত্রীলাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগদ চার লক্ষ টাকাসহ গ্রেপ্তার ২ নেশা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর।। ইয়াবা টেবলেট সহ নগদ চার লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সাথে আটক করা হয়েছে একটি বুলেরো গাড়ী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই নেশা পাচারকারীকে। ঘটনা বিশালগড় বাজারে। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নেশা পাচারচক্রের আরও কয়েকজনের নামধাম জানতে পেরেছে।

সংবাদে প্রকাশ, রবিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ বাজারে থামানো অবস্থায় থাকা টিআর-০৩-এন-০৭১৩ নম্বরের একটি বুলেরো গাড়িতে তল্লাসী চালায়। তল্লাসী চালিয়ে ১০৮ টি নেশার ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। গাড়িতে থাকা রঘুনাথপুরের বাসিন্দা একসাদ খান (২০) ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে আগুন দিয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন গৃহবধূ

কদমতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর ।। পারিবারিক কলহের জেরে অবশেষে অভিমানে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা মাঝবয়সী এক গৃহবধূর। আগুনে শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে কৃষ্ণা নমঃ নামের ওই গৃহবধূ। এই ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে উত্তরের পূর্ব লালছড়া এলাকায়। উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন পূর্ব লালছড়া গ্রামের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অজিত নমঃ ১৭ বছর পূর্বে সামাজিকভাবে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের টিলাবাজারের কৃষ্ণা নমঃকে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখেরই ছিল। স্বামী অজিত নমঃ পেশায় রং মিস্ত্রি। তাদের ঘর আলো করে দুটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু বিগত কয়েকবছর যাবৎ স্বামী অজিত নমঃ ও স্ত্রী কৃষ্ণা নমের মধ্যে পারিবারিক কলহ দেখা দেয়। আর পারিবারিক কলহ দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিদিনের মত রবিবার সকালবেলাও স্বামী অজিত নমঃ কাজে যাবার আগে স্ত্রী কৃষ্ণা নমের সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া ঝাটি করে কাজে চলে যান। দুপুর নাগাদ ১৫ বছর এবং ১৩ বছরের দুই ছেলে কৃষি জমিতে কাজে চলে যায়। সেই সুযোগে স্ত্রী কৃষ্ণা নমঃ অভিমানে নিজ বাড়ির পরিত্যক্ত একটি ঘরের দরজা বন্ধ করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন।

আগুন লাগার পর মাঝবয়সী মহিলা কৃষ্ণার চিৎকার-চেচামেচি শুনে তার প্রতিবেশী আত্মীয়পরিজনরা ছুটে এসে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পান কৃষ্ণা নমের সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছে। কোনভাবে শরীরের আগুন নিভিয়ে আত্মীয় পরিজনরা কদমতলা থানা ও প্রেমতলা দমকল দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কদমতলা থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশের গাড়ি দিয়ে অগ্নিদগ্ধ কৃষ্ণাকে কদমতলা গ্রামীণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল গোটা বাড়ি অল্পতে রক্ষা পেলেন প্রতিবেশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহরের বয়েজ বোধজং স্কুল সংলগ্ন এলাকায় রবিবার দুপুর নাগাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তাতে ওই একটি বাড়ির টিনের ছাউনির ঘরগুলো সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ভর দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরের বয়েজ বোধজং স্কুল সংলগ্ন এলাকার একটি গলিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

ঘটনার সময় বাড়ির মালিক বাড়িতে ছিলেন না। স্থানীয় লোকজনরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে আগরতলা এবং মহারাজগঞ্জ বাজারের দমকল বাহিনীর কর্মীরা দুটি ইঞ্জিন নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয় মানুষও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পাশেই ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের জলকে কাজে লাগিয়ে আগুন আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তবে ওই বাড়ির টিনের ছাউনির ঘরগুলো আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করা যায়নি।

ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে মজুত রাখা দুটি গ্যাস সিলিন্ডার অবশ্য অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ১০ শতাংশ, সাজার হার বেড়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। সুশাসন নির্ভর করে সুষ্ঠ আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকার উপর। একটা দেশ বা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কেমন তা বোঝা যায় অপরাধীদের সাজা প্রাপ্তির হার দেখে। রাজ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে অপরাধীদের সাজা প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে আইনজীবীদের এক সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আগে রাজ্যে অপরাধীদের সাজা প্রাপ্তির হার ছিল প্রায় ২৯ শতাংশ। বর্তমানে অপরাধীদের সাজাপ্রাপ্তির হার প্রায় ৪৭শতাংশ। এই পরিসংখ্যানই রাজ্যে সুশাসন সুব্যবস্থার প্রমাণ করছে।

আইনজীবিদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের হারও ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এনডিপিএস মামলাগুলি কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। সরকার চাইছে ড্রাগস মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার মধ্যদিয়ে ত্রিপুরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে। এজন্য যে যে জায়গায় যে দায়িত্বে রয়েছে তা পারদর্শিতার সাথে পালন করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। অর্থনীতি, কৃষি, গণবন্টন, যোগাযোগ, পরিকাঠামো সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসছে। ব্যাঙ্কের সি ডি রেশিও বেড়ে হয়েছে ৫৬ শতাংশ। রাজস্ব সংগ্রহ ৮.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে আগের থেকে। রেগায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থায় ই পিডিএস চালু করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন। ফেনী নদীর উপর সেতু তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পর খুলে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজও শুরু হয়েছে। সবদিক মিলিয়ে উন্নয়নের নতুন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। সম্মেলনে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর গত ২০ মাসে রাজ্য সরকার জনকল্যাণে ২৯৭টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও তারমধ্যে অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইনি পরিষেবার সম্প্রসারণে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তার মধ্যে অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইনি পরিষেবার সম্প্রসারণে কি কি পদক্ষেপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলায় আইনজীবীদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

চেক জমা দিয়ে টাকা পেলেন না গ্রাহক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ভূমিকায় ক্ষোভ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ ডিসেম্বর ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বেয়ারার চেক জমা দিয়ে টাকা পেলেন না এক ভোক্তা। তার নাম মিনারানী নাথ। এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও ধরনের সদুত্তর মিলেনি। চেক জমা দেওয়ার পর টাকা কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল সে সম্পর্কে কোনও তথ্যও জানাতে চাননি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় পানিসাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। পানিসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পানিসাগর এলাকার দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কুসুম নাথের স্ত্রী মিনারানী নাথ পানিসাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় ১০ হাজার টাকার একটি বেয়ারার চেক জমা দেন ক্যাশিয়ার অনুপ কুমার ঘোষের কাছে।

চেক জমা দিলে টাকা কিভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না গ্রামীণ ওই মহিলা। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা ব্যাঙ্কে অপেক্ষা করার পর ক্যাশিয়ার অনুপ কুমার ঘোষকে ওই মহিলা টাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাকে নাকি জানানো হয় ওই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার অনুপ কুমার ঘোষের কথায় বিশ্বাস করে মিনারানী নাথ যথারীতি বাড়িতে চলে যান। দীর্ঘ ২২ দিন পরও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হওয়ার পর কোনও ম্যাসেজ মোবাইল ফোনে না আসায় তার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিষয়টি তার ভাইকে জানান। সবকিছু জেনে ভাই শম্ভু নাথ তার বোন মিনারানী নাথকে সঙ্গে নিয়ে গত ৯ ডিসেম্বর পানিসাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় যান।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার এবং ম্যানেজার সাফ জানিয়ে দেন এজন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দায়ী নন। শুধু তাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৬৮ ◘ ১৬ ডিসেম্বর
২০১৯ ইং ◘ ৩০ অগ্রহায়ণ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিজয় দিবসের ভাবনা

একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জল দিন হিসাবেই খ্যাত হইয়া আছে। সেদিনই পাকিস্তানের সেনা বাহিনী মিত্র বাহিনী ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্রায় নব্বই হাজার পাঠান সৈন্য সেদিন বন্দী হন ভারতীয় বাহিনীর হাতে। বাংলাদেশের আখাউড়ায় বিশাল বাংকারে অত্যাচারী পাক বাহিনী ছিল আনন্দ উল্লাসে। এই বাহিনী আগরতলা শহরকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবার পরিকল্পনা নিয়াছিল। পাক বাহিনীর এই পরিকল্পনার ছক পাইয়া গিয়াছিল ভারতীয় বাহিনী। আর তখনই পাক বাহিনীর বাংকারের উপর ঝাপাইয়া পড়ে ভারতীয় সেনা বাহিনী। পাক বাহিনীর বাংকার বা শিবির এমন ভাবে ঘিরিয়া ফেলা হয় তাহারা পাল্টা আক্রমণ হানা দূরে থাকুক পালাইয়া আত্মরক্ষারও সুযোগ পায় নাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদান অস্বীকারের কোনও সুযোগ নাই। ঘরে বাহিরে ভারত তখন লড়াইয়ে জীবনপণ করিয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর হামলা অত্যাচারের কারণে একমাত্র ত্রিপুরাতে আসিয়াছিল ষোল লক্ষ শরণার্থী। আসাম পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই শরণার্থীরা ঠাঁই নিয়াছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কারণে ভারত পাকিস্তান ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। তখন চীন আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের পাশে। ভারতকে শায়েস্তা করিতে আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বারবার প্রস্তাব আসিয়াছে। কিন্তু, রাশিয়া ভেটো দেওয়ায় জাতিসংঘও ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে নাই।

রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্য। কোনও সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবে যদি কোনও স্থায়ী সদস্য ভেটো দেয় তাহা হইলে তাহা গৃহীত হয় না বা প্রস্তাব রূপায়ণে পদক্ষেপ নিতে পারে না সংঘ। ভারতের বন্ধু রাশিয়ার ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। যদি রশিয়া ভারতের বন্ধু হিসাবে না দাঁড়াইত তাহা হইলে বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। উনিশশ একাত্তর সালে ষোলই ডিসেম্বরকে বাংলাদেশ বিজয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক দিনকে বাংলাদেশ যথাযথ মর্যাদায় পালন করিয়া আসিতেছে। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনও এই দিনটি নানা অনুষ্ঠানে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু, বাংলাদেশের এই সহকারী হাইকমিশনও আগরতলায় একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর খপ্পরে আছেন। এই গোষ্ঠীকে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামে পাঠানোর ক্ষেত্রে সহায়তা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকা নিয়া দিনে দিনেই অভিযোগ বাড়িতেছে। শুধু তাই নহে বাংলাদেশ এসিঃ হাইকমিশনের পক্ষে নেওয়া উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর লোকরাই ভীড় জমান। এমন কি ত্রিপুরার প্রাচীন দৈনিক জাগরণ সহ অনেক মিডিয়াই সামান্য সৌজন্যতা হইতেও বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিজয় দিবস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আগরতলা এসিঃ হাইকমিশনের কর্মসূচীতে ব্রাত্য থাকেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত অনেকেই। একটি চক্রের হাতে কার্য্যত বন্দী বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার। আজ বিজয় দিবসের পূণ্য লগ্নে এই সত্যিকে তুলিয়া না ধরিলে অন্যায় হইবে।

সবচাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যেসব বুদ্ধিজীবীরা তাঁহাদের জন্মই তো একাত্তর সালে হয় নাই। অথচ টিভিতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাঁহারাই বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে এমনভাবে বক্তব্য রাখেন মনে হয় তাহারা যেন স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অথচ সেই সময়কার অনেক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক আছেন তাহাদের কেউ আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায় না। আসলে সেখানেও একটি চক্র কাজ করে। এই বিষয়ে যদি বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে তাহা হইবে সত্যিই পরিতাপের। বাম আমলেও সিপিএম নেতারা বাংলাদেশকে নিয়া অনেক মাতামাতি করিয়াছেন। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিএম দলের বা নেতাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। অথচ এরাজ্যের বাম মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সম্মাননা গ্রহণ করিয়াছেন। এই মুক্তি যোদ্ধাদের যিনি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়াছেন ক্যাপ্টেন বি আর চ্যাটার্জিকে বাংলাদেশ সরকার সম্মাননা দিল না। অনেক লেখালেখির পর তাঁহার মৃত্যুর পর নমঃ নমঃ করিয়া সম্মান জানাইয়াছে বাংলাদেশ সরকার। যে বামেরা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের কার্য্যত বিরোধীতা করিয়াছে তাহারা নির্লজ্জের মতো সম্মাননা গ্রহণ করিয়াছেন অথচ তাঁহাদের তালিকায় বি আর চ্যাটার্জির নাম উঠিল না। আজ এই রাম আমলেও একই অবস্থা। একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সমানভাবে সক্রিয়। আজ সময় আসিয়াছে। বাংলাদেশের প্রকৃত মুক্তি যোদ্ধাদের আজ আগাইয়া আসিতে হইবে। সব জায়গাতেই রাজাকার বাহিনী আছে। এই ত্রিপুরার প্রবীণ সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী যাহারা এখন বাঁচিয়া আছেন তাহারাই মুক্তি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারিবেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যাহাদের জন্মই হয় নাই কিংবা দুধের শিশু তাহারা যখন ভুল তথ্য দিয়া গরম বক্তব্য রাখেন তখন তাহা শীর প্পীড়ার কারণ হইতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ অনেক দুর্যোগ কাটাইয়া এখন সমৃদ্ধির পথে আগাইতেছে। আজ সমস্ত জঞ্জাল পরিস্কার করিয়া স্বচ্ছতার পথে আগাইতে হইবে। বাংলাদেশ সরকার সেই পথেই আগাইবে আশা করা যাইতে পারে।

কাঞ্চনপুরে অশান্তি

তলে তলে যে বিষবাষ্প ছড়াইতেছে তাহা যেকোনও সময় ভয়ংকর পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে। এমন আশংকা উড়াইয়া দিবার মতো নহে। রাজ্যের বেশীরভাগ এলাকা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিলেও কাঞ্চনপুর ও গন্ডাছড়ার পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। শনিবারও কাঞ্চনপুরে বন্‌ধের পরিস্থিতি ছিল। সকাল ও বিকাল এক ঘন্টা করিয়া বাজার খোলা ছিল। কাঞ্চনপুরে এদিন বন্‌ধ পালন করিয়াছে নাগরিক মঞ্চ। গোটা রাজ্যের সঙ্গে কাঞ্চনপুরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। কাঞ্চনপুরে উত্তাপের বড় কারণ রিয়াং শরণার্থী ইস্যু। এই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িয়াছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বন্‌ধ চলাকালীন রিয়াং শরণার্থীদের অত্যাচারের শিকার হইয়াছেন কাঞ্চনপুরবাসী। শুক্রবার দশদায় শান্তি বৈঠকেও রিয়াং শরণার্থীদের নিয়া ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়াছে। উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক দফাওয়ারী বৈঠক করিয়া কোনও সমাধান সূত্র বাহির করিতে পারেন নাই। নাগরিক মঞ্চের জনৈক মুখপাত্র স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা না হইলে কাঞ্চনপুরে এই অচলাবস্থা জারী থাকিবে। কাঞ্চনপুরবাসীর পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিধায়ক এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। রিয়াং শরণার্থীদের জন্য তাঁহার দরদ একেবারে উথলাইয়া উঠিতে দেখা যায়। আজ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বন্‌ধের কারণ উদ্বাস্তু হওয়া পরিবারগুলি এখনও বাড়ী ছাড়া ঘর ছাড়া। আনন্দবাজার থানা ও পার্শ্ববর্তী দুইটি বিদ্যালয়ে তাঁহারা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে শরণার্থীর জীবন যাপন করিতেছেন। আর তাহারাই প্রতিবাদী নাগরিক মঞ্চের ডাকা বন্‌ধে কাঞ্চনপুরে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলা যাইতে পারে। টানা ছয়দিন যাবৎ কাঞ্চনপুর অচল হইয়া থাকিবার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থার নিরসনে প্রশাসন বৈঠক করিলেও শান্তি আসিতেছে না। রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুণর্বাসন দিতে হইবে। সারা রাজ্যে গুচ্ছ গ্রামের প্রস্তাব সহায়ক হইবে না। কাঞ্চনপুরের নাগরিক মঞ্চ স্পষ্ট বলিয়াছে শরণার্থীদের সারা রাজ্যে ছড়াইয়া ছিটাইয়া পুণর্বাসন দিতে হইবে। রাজ্য সরকারকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়া ভাবিতে হইবে। এক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাকে এড়াইয়া সিদ্ধান্ত নিলে তাহার মাশুল দিতে হইবে।

মুক্তিযুদ্ধের বহু ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও বিরল ব্যক্তিত্বদের কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে

বিশেষ প্রতিবেদক।। আজ বাংলাদেশের বিজয় দিবস। এই দিনটিতে ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধের বহু ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও বিরল ব্যক্তিত্বদের কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, যা মৃত্যু পর্যন্ত চিরভাস্বর ও অম্লান হয়ে থাকবে। ডিসেম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের বিজয় মাস। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় মূল্যায়নের মাস। কিন্তু বর্তমানে দেশে এমন সব ব্যতিক্রমী এবং নারকীয় ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, যা এক ধরনের গৃহযুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এইসব ঘটনা এই মহান মাসের মর্ম ও ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিচ্ছে। এ সব ঘটাচ্ছে একাত্তরের পাকিস্তানপন্থী পরাজিত ইসলামি শক্তিগুলী যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির মধ্যে অনৈক্য ও খেয়োখেয়ির সুযোগ নিয়ে শুধু মাথথা চাড়া দিয়েই উঠছে না, বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের অঙ্গ করে তুলতে চাইছে। দেশের পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও সংবিধানকে আবার পাকিস্তানের মতো ইসলামি কায়দায় ঢেলে সাজাতে চাইছে। সংসদীয় নির্বাচন অবাধ করার লক্ষ্যে তত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবিকে ছুতো করে পাকিস্তানপন্থী খালেদা ও জামাতিয়া জ্বালাও পোড়াও মানুষ মারার কৌশল নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলদেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত এনে দাঁড় করিয়েছে। অবরোধ ইত্যাদি আন্দোলনে প্রায় ষাট জন প্রাণ হারিয়েছেন, অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ১৫৪ জন এবং গাড়ি, বাস, ট্রাক যে কত পোড়ানো হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। মুক্তিযুদ্ধের গর্বের এবং অহংকারের প্রাপ্তিগুলো আজ প্রায় ধ্বংস ও অবলুপ্তির মুখোমুখি। যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালি জাতির সত্বা, আইডেনটিটি এবং দেশ নির্ধারণ করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, আজ ৪২ বছর পর তাকে নস্যাৎ করতে উদ্যত পাক প্রেমি খালেদা জিয়া ও তার ইসলামিক সহযোগিরা। যারা মনে করে মুসলমানের কোনও জাতিসত্বা হয় না, তার প্রথম ও শেষ পরিচয় সে মুসলমান। তারা আরও মনে করে, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে তত্ব বাঙালি মুসলমানরা খাড়া করেছে তা তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে ছাপিয়ে যেতে পারে না।

আজ মনে পড়ে একাত্তরের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের মুজিবনগরের আমবাগানে দেওয়া ভাষণের কথাগুলো। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালিয়েছে, তা পাকিস্তানকে মৃতদেহের স্তুপের নিচে

> শুধু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের দোষ দিই কেন, দিল্লির এক বিশিষ্ট কলাম লেখক কুলদীর নায়ার একসপ্তাহ ঢাকায় থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যে লেখা লিখেন, সেটাও ওইসব বাংলাদেশি বিদ্বজ্জনদের কথারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। বাংলাদেশের জটিল পরিস্থিতিকে দুই বেগমের ঝগড়া বলে তিনি তার লেখায় অতি সরলীকরণের পথ ধরলেন। তিনি লিখলেন, দুই নেত্রীর ব্যক্তিগত শত্রুতাই এর কারণ। আমার মতে এই মন্তব্য একটি কঠিন ও জটিল সমস্যাকে অতি লঘু করে দেখার হীন প্রচেষ্টা। আসলে বর্তমান সঙ্কটের মূলে আছে দুটি অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত ধারার আদর্শের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। সেটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি হচ্ছে, একাত্তরের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো দেশও জাতির মূল স্তম্ভগুলোকে অক্ষত ও অটুট রাখা।

কবরস্থ করেছে। যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হানাদার বাহিনী গণহত্যার শিকার করেছে, তারা পাকিস্তানও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তাজউদ্দিন সাহেবের কথাগুলো আজ এখনও কানে বাজে তার প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও আমায় বলতে হচ্ছে, তিনি তার বক্তব্যে হয়ত সঠিক বার্তা তুলে ধরতে পারেননি। তার একটা কারণ হতে পারে, তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি এমন একদিন আসবে যেদিন ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার এক মরিয়া প্রচেষ্টা হবে এবং তা হবে দেশের জাতীয় জীবনে ইসলাম এবং পাকিস্তানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। এবং তা করা হবে অত্যন্ত চাতুর্য্য ও সুকৌশলে, পবিত্র ধর্ম এবং এমন সব মহান আর্দশের মোড়কে যা সাধারণ মানুষের পক্ষ বুঝে ওঠাই দুষ্কর

> কংগ্রেসে কেউ একদিনে নেতা হতে পারেননি। গান্ধীজিও নন। বছরের পর বছর আন্দোলন করে, জেল খেটে, আত্মগোপনে থেকে তবেই নেতা হওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের ইতিহাসে সঞ্জয় উদয়, বিচরণ ও সমাপ্তি ধুমকেতুর মতো। তাঁর সময় দলটা পরিচালিত হত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে নয়। ক্ষমতার উৎস ছিল ১ নং সফদরজং রোডে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার চেয়েও ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন এই উদ্ধত পুত্রটি। জরুরী অবস্থা জারি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সে ফকরুদ্দিন আলি আহমদেকে রাজি করিয়ে স্বাক্ষর নিতে গভীর রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা। সঙ্গে আইনমন্ত্রী এইচ আর গোখলে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও প্রধানমন্ত্রীর সচিব ডি পি ধর। আর সঞ্জয় গান্ধী। মন্ত্রী নন, এমপি নন। তবু সঞ্জয় কেন? সরকারের কোন পদে ছিলেন তিনি? কিছুক্ষণ চুপ থেকে সিদ্ধার্থবাবু বলেছিলেন, কারণ তখন ওর নাম সঞ্জয় গান্ধী। সিদ্ধার্থবাবু ছোট্ট জবাবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একটি বিশাল তথ্য এবং সত্য। তা হল, সাতের দশকে অনেকটা সময় দেশে সংবিধান বহির্ভূত শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন সঞ্জয়। এর পিছনে আসলে কাজ করেছিল ইন্দিরার অপত্য স্নেহ ও উত্তরাধিকার তৈরির মরিয়া বাসনা।

মুখোশধারী বুদ্ধিজীবিরা মুখে কোনও প্রতিবাদ নেই। নেই কোনও ভাষা। না আছে তাদের কোনও মিটিং-মিছিল। দেশে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে তা নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কামাল হোসেনের মতো নেতা দিল্লিতে গিয়ে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে প্রচুর দেন-দরবার করেছেন। এদের বিদেশি প্রভু

হবে। এই কৌশলের গহীনে আসল রাজনৈতিক উদ্দেশটা কী মানুষ যখন বুঝতে পারবে তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। তখন ইতিহাসের চাকা হয়ত আর ফেরানো যাবে না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো, এই কৌশলী খেলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নামিদামি বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা। তারা খালেদা ও ইসলামি ধর্মান্ধদের নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার ইস্তফা দেওয়ার দাবি শুধু সমর্থনই করেননি তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সেই একাত্তর একে এরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মুখোশ পরে অনেক সম্মান-পুরস্কার পেয়েছেন দেশ ও সমাজের কাছ থেকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখোশের আড়াল থেকে তাদের আসল মুখটা বেরিয়ে আসছে ইসলামি ধর্মান্ধদের দাবি সমর্থনের মাধ্যমে। এমনকি কাদের মোল্লার মতো কসাইয়ের ফাঁসিকেও তারা মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করেননি। আমি তাদের প্রায় সবাইকেই সেই একাত্তর থেকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এদের কেউ কেউ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজন, যাদেরএখজন হলেন ড. কামাল হোসেনের মতো সংবিধানপ্রণেতা। আবার কেউ ছিলেন বাম রাজনীতি ঘেঁষা, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে এরা কেউ হয়েছেন সংবাদপত্র সম্পাদক, কেউ হয়েছেন আইনজীবী, কেউবা বিশাল ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যের কর্ণধার। এদের সবাইকেই বঙ্গবন্ধু সরকারি পদ ও আসন দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু এদের কাউকেই শেখ হাসিনা তার রাজত্বকাল কাছে টেনে নেননি বা গুরুত্ব দেননি যা এইসব অহংবাদী, আত্মশ্লাঘাপূর্ণ, ব্যক্তিদের মর্মবেদনার কারণ। ফলে ড. কামাল হোসেনের মতো আইনবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদপত্র সম্পাদক শেষ হাসিনাকে উৎখাত করতে পারলেই তাদের সব রাগ ক্ষোভ মিটবে। যার জন্য খালেদা এবং নিজামিরা যখন নাশকতা ও বর্বরতাকে পুঁজি করে দেশকে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এমনকি ইদানিংকালে জামাতের অত্যাচার অতীতের সব পৈশাচিকতাকে যখন হার মানাচ্ছে, তখনও এই সব

আমেরিকা, পাকিস্তান ও সৌদিআরব তাদের সেই একাত্তরের ভূমিকারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছে। তারা ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে হাসিনার তারা ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে হাসিনার বিদায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চাইছে।

শুধু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের দোষ দিই কেন, দিল্লির এক বিশিষ্ট কলাম লেখক একসপ্তাহ ঢাকায় থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যে লেখা

লিখেন, সেটাও ওইসব বাংলাদেশি বিদ্বজ্জনদের কথারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। বাংলাদেশের জটিল পরিস্থিতিকে দুই বেগমের ঝগড়া বলে তিনি তার লেখায় অতি সরলীকরণের পথ ধরলেন। তিনি লিখলেন, দুই নেত্রীর ব্যক্তিগত শত্রুতাই এর কারণ। আমার মতে এই মন্তব্য একটি কঠিন ও জটিল সমস্যাকে অতি লঘু করে দেখার হীন প্রচেষ্টা। আসলে বর্তমান সঙ্কটের মূলে আছে দুটি অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত ধারার আদর্শের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। সেটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি হচ্ছে, একাত্তরের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো দেশও জাতির মূল স্তম্ভগুলোকে অক্ষত ও অটুট রাখা। এবং দ্বিতীয়টি হল, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের আদলে ইসলাম-ভিত্তিক দেশ, জাতি ও সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস। কুলদীপ নায়ারের মতো একজন বিগদ্ধ সাংবাদিকদের কাছে এতটা ইতিহাস বিস্মৃতি আশা করা যায়নি। আরও যেটা আমায় অবাক করেছে তা হলো, প্রতিটি লেখায় তিনি ভারতীয় সংখ্যালঘুদের জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে থাকেন, অথচ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও উপজাতিদের ওপর নির্যাতন ও নিধন সম্পর্কে তিনি একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। বাংলাদেশের বামপন্থীরা, বিশেষ করে কমিউনিস্টরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং শেখ হাসিনার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে সম্বন্ধেও তিনি নীরব। দুই নেত্রীকে তিনি একই পাল্লায় ওজন করেছেন, যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। দু'জনকে কোনও তুলনাই হয় না। হাসিনা বহু করছেন একটা সুস্থ জাতীয়বাদি রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকার, আর খালেদার উত্তরাধিকার গায়ের জোর এ সেনা রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। জাতির পিতার কন্যা, একাত্তরে ন'মাস পাকিস্তান মিলিটারির হাতে গৃহবন্দি ছিলেন। একাত্তরের ষোল ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছিল। যদি না ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গার্ড রেজিমেন্টের কর্নেল চাঁদ তা ব্যর্থ করতেন। অপরদিকে বেগম খালেদা তার স্বামীর তিন তিনবারের অনুরোধ সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ না দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনিতে জেনারেলদের সান্নিধ্যে থেকে আরাম ও আয়েশের জীবন কাটিয়েছেন। বহু লেখক বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করেছেন। হাসিনা অদলীয় সরকার বা ওই ধরনের কিছু না গড়ার ফলে সর্বত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। মূল সমস্যাটা হল, হাসিনা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে চাইছেন না। অথচ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি দেশের সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন তদারকির জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গড়ার সংস্থান করেছিলেন।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশে ৪৯তম মহান বিজয় দিবস আজ বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের শৌর্য-বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৫।। আজ ১৬ ডিসেম্বর। ৪৯তম মহান বিজয় দিবস। বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের শৌর্য-বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিন। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ডের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চিরস্মরণীয় দিন। ৯ মাসের সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে যৌথ বাহিনীর কাছে। এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই থেকে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যে দিবসটি সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন। পৃথক বাণীতে দেশবাসীকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তারা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের আত্মত্যাগের কথা, যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন সম্ভব হয়।

আজকের দিনে বিজয়োল্লাসে ভাসবে দেশ, আনন্দে উদ্বেলিত হবে গোটা জাতি। রাজধানী ঢাকা থেকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে বিজয়ের আনন্দ। উৎসবের সমারোহে জাতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সব শহীদকে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপনে এবার জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রত্যুষে ঢাকার তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দর এলাকায় ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের অনুষ্ঠানমালার সূচনা ঘটবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। পরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা শ্রদ্ধা জানাবেন। বাংলাদেশে অবস্থান করা বিদেশি কূটনীতিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করবে।

দিনটি সরকারি ছুটির দিন। সব সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সন্ধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাগুলো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপগুলো জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদক দল বাদ্য বাজাবে।

দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করবে।এ ছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হবে। এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতাল, জেলখানা, সরকারি শিশুসদনসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। দেশের সব শিশু পার্ক ও জাদুঘরগুলো বিনা টিকিটে প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে। বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর নির্ধারিত জাহাজ আজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। দুপুর ২টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণ এসব জাহাজ পরিদর্শন করতে পারবেন। অন্যান্য রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দল ও সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচির আয়োজন করবে। বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সকাল ৯টায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। বিএনপির কর্মসূচিতে আরও রয়েছে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ জেলা কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, সকালে শেরেবাংলা নগরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন, বিকেল ৩টায় নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিজয় শোভাযাত্রা এবং সন্ধ্যায় কার্যালয়গুলোতে আলোকসজ্জা।

১৬ ডিসেম্বর বাঙ্গালী জাতির সর্বোচ্চ গৌরবের দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা ১৬ ডিসেম্বর ।। মহান বিজয় দিবস। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, নির্যাতনের শৃংখল ভেঙ্গে বাঙ্গালি জাতির মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জিত হয়। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ। এই দিনটি বাঙ্গালি জাতির জীবনে সর্বোচ্চ গৌরবের একটি অবিস্মরণীয় দিন। জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এই বিজয় অর্জিত হয়। যতদিন পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ থাকবে, বাঙ্গালি জাতি থাকবে ততদিন এই দিনটির গুরুত্ব ও সম্মান অক্ষুণ থাকবে।

বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস, আত্মত্যাগের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পথ ধরেই বাঙ্গালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। জিন্নাহের দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি অসম রাষ্ট্রকে বাঙ্গালির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, নির্যাতন।

দিনের পর দিন বাঙ্গালির ওপর অত্যাচার নির্যাতন ও শোষণ চালাতে থাকে পাকিস্তানি বর্বর শাসক গোষ্ঠী। এই শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি একে একে গড়ে তোলে আন্দোলন-সংগ্রাম। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালি চূড়ান্ত বিজয়ের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ও নেতৃত্ব দিয়ে বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির যে আন্দোলন শুরু হয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা'র আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙ্গালি জাতি। ২৫ মার্চ কালো রাতে নিরীহ বাঙ্গালির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, শুরু করে গণহত্যা। এই প্রেক্ষাপটে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এরপর পরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলে এই যুদ্ধ। পাক হানাদার বাহিনী বাঙ্গালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিতে শুরু করে বর্বর গণহত্যা।

গণহত্যার পাশাপাশি নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় হানাদাররা। বাংলাদেশ পরিণত হয় ধ্বংস স্তূপে। আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অদম্য সাহস ও জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, নারীসহ সব শ্রেণী-পেশার সর্বস্তরের বাঙ্গালি। এই সময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ায় প্রতিবেশী দেশ ভারত। অস্ত্র, সৈন্য, খাদ্য, আশ্রয়সহ সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশাল ভূমিকা রাখে রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন)। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এগিয়ে আসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী মানুষ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হন। সম্ভ্রম হারার দুই লাখের বেশি মা-বোন। সর্বস্তরের মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও এদেশের কিছু মানুষ, জাতির কুলাঙ্গার সন্তান পাক হানাদার বাহিনীর পক্ষ নেয়। রাজাকার, আল বদর, আল সামস বাহিনী গঠন করে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে গণহত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠে তারা।

বাঙ্গালি জাতির মরণপণ যুদ্ধ এবং দুর্বার প্রতিরোধের মুখে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্যায় বুঝতে পেরে বিজয়ের দুই দিন আগে জাতির সূর্য সন্তান বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করে। এতেও সহযোগিতা ও সরাসরি অংশ নেয় এ দেশীয় রাজাকার, আল বদর, আল সামস বাহিনী ও শান্তি কমিটির সদস্যরা।

অবশেষে বাঙ্গালির দুর্বার প্রতিরোধের মুখে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্য দিয়েই বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায় নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৫।। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। যেসব কীর্তিমান মানুষের আত্মত্যাগে এই বিজয় সম্ভব হয়েছিল, বিজয়ের দিনে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এ বিজয়কে অনিবার্য করে তুলেছিলেন, তাঁদের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা দিবস থাকলেও বিজয় দিবস থাকে না। বাংলাদেশ সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী দেশ, যেটি ২৪ বছরের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের পর রণাঙ্গনে শত্রুকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছে।

আমাদের স্বাধীনতার বয়স এখন ৪৯ বছর। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এটি খুব বেশি দীর্ঘ সময় না হলেও একটি জাতির উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য একেবারে কম নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, যে লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, সেই লক্ষ্য ও আদর্শ কতটা অর্জিত হয়েছে? স্বাধীনতার প্রধান আকাংক্ষা ছিল সব ধরনের অধীনতা থেকে মুক্তি এবং সমাজে গণতন্ত্র, ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা। সব নাগরিকের মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে বাহাত্তরের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয়, আমরা সেখানে স্থির থাকতে পারিনি। একদলীয় শাসন কিংবা সামরিক শাসন আমাদের অগ্রযাত্রাকে বারবার ব্যাহত করেছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় ব্যবস্থাকেও আমরা সংহত করতে পরিনি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থসামাজিক সূচকে আমরা অনেক এগিয়ে গেলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। আজকের বিজয় দিবসের শপথ হোক, সব ধরনের হানাহানি ও বৈরিতা-বিদ্বেষকে পেছনে ফেলে, দেশের ও জনগণের কল্যাণে সবাই এক হয়ে কাজ করব। আর এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের দায়ই যে বেশি, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজয়ী জাতি কখনোই পরাভব মানে না। বাংলাদেশ তার লক্ষ্যে অবিচল থাকবে।

সুদক্ষ পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়তে চাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৫।। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুদক্ষ ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়তে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে যুগোপযোগী করতে চাই এবং একটা পেশাদার প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উন্নত ট্রেনিং দিয়ে একটি উন্নত দেশের মতো শক্তিশালী বাহিনী গড়তে চাই।

রোববার (১৫ ডিসেম্বর) ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০১৯ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স ২০১৯ এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন একটা চমৎকার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে। তিনি ১৯৭৪ সালে আমাদের প্রতিরক্ষা নীতিমালা দিয়ে গেছেন। তারই আলোকে আমরা ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করে এগিয়ে যাচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেনাবাহিনীর জন্য নতুন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় থেকে শুরু করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা, আমরা বিভিন্ন জায়গায় সেনানিবাসও গড়ে তুলেছি নতুন কয়েকটি। যেটা দেশের জন্য যখন প্রয়োজন আমরা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং সেই পদক্ষেপ নিচ্ছি। কারণ আমরা চাই একটা পেশাদার প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, ট্রেনিং এবং সমরাস্ত্র সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন এবং আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে আমরা সেটা জোগাড় করে দিচ্ছি এবং তৈরি করছি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে থেকে অবদান রাখায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, এদেশের জনগণের সেবা করা আমাদের সবারই দায়িত্ব। কারণ জনগণের অর্থেই আমাদের বেতন-ভাতা, যা কিছু, সবই সাধারণ মানুষের অর্থে। কাজেই তাদের জীবন সুন্দর করাটাই আমাদের লক্ষ্য।দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ এবং সফলতার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ মামুন খালেদ।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সে ৮৫ জন এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে ৩৮ জন অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণার্থীর হাতে সনদ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, যুক্তরাজ্য, মালি, নাইজার এবং বাংলাদেশের প্রশিক্ষণার্থীরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সে অংশ নেন।

রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকা রায় সহ অন্যান্যরা। (ছবি- নিজস্ব।

রাহুল কোনওদিন গান্ধী বা সাভারকর হতে পারবেন না, তাঁর মন্তব্যে দেশ আহত : ইন্দ্রেশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে এবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করলেন আরএসএস নেতা ইন্দ্রেশ কুমার উ তিনি মনে করেন রাহুল সাভারকর বা গান্ধী কোনও পদবী ব্যবহারের যোগ্য নন উ রবিবার এক সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, ঠিকই বলেছেন, তিনি সাভারকর নন, হতেও পারবেন না কোনও দিন উ সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, রাহুলের নামের সঙ্গে গান্ধী পদবী যুক্ত থাকা গান্ধী শব্দের প্রতি অশ্রদ্ধা। বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে তীব্র কটাক্ষ করল আরএসএস। রবিবার এক সাক্ষাৎকারে আরএসএস নেতা ইন্দ্রেশ কুমার বলেছেন, 'ব্রিটিশরা সাভারকরকে ভয় পেত। সেই কারণেই তাঁকে দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। রাহুল কোনওদিন সাভারকরের ব্যক্তিত্বের ধারেকাছে পৌঁছতে পারবেন না। তিনি ঠিকই বলেছেন, তিনি সাভারকর নন। এ কথা তিনি সাভারকরে অশ্রদ্ধা বা অপমান করার জন্য বলে থাকতে পারেন।' এই আরএসএস নেতা আরও বলেছেন, 'রাহুল কোনওদিন সাভারকর হতে পারবেন না। এর জন্য তাঁকে আরও কয়েকবার জন্ম নিতে হবে। তার আগে পর্যন্ত তিনি সাভারকরের মতো হয়ে উঠতে পারবেন না। রাহুলের নামের সঙ্গে গান্ধী পদবী যুক্ত থাকা গান্ধী শব্দের প্রতি অশ্রদ্ধা। তাঁর এই পদবী ব্যবহার করে গান্ধীকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তিনি কোনওদিন গান্ধী বা সাভারকর হতে পারবেন না। তাঁর মন্তব্যে দেশ আহত।'

বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি ছাড়া অন্য কেউ ঢুকলে তাদের বিদায় করে দেওয়া হবে :বিদেশমন্ত্রী আবদুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৫।। বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি ছাড়া অন্য কেউ ঢুকলে তাদের বিদায় করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন। রবিবার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। সম্প্রতি কথিত অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে ভারতের আসামে নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) প্রকাশ এবং কেন্দ্রীয় সংসদে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাসের পর দেশটি থেকে সীমান্ত দিয়ে অনেকে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছে বলে খবর বেরিয়েছে সংবাদমাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দেখে ভারত থেকে ফড়িয়া ধরে এদেশে লোক আসছে। যারা আসছে তারা কাজকর্ম পাচ্ছে। ভারতের তুলনায় আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। ফড়িয়ারাও গরিব মানুষদের বলছে, বাংলাদেশে গেলে তোমাদের না খেয়ে থাকতে হবে না। তবে বাংলাদেশের লোক ছাড়া অন্য কেউ এদেশে ঢুকলে তাদের বিদায় করে দেওয়া হবে। ড় মোমেন বলেন, আমরা ভারতকে বলেছি, আমাদের কোনো অবৈধ লোক তোমাদের দেশে থাকলে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউরের (যথার্থ প্রক্রিয়ায়) মাধ্যমে তাদের ফেরত পাঠাও। এনআরসি প্রকাশের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ভারতের নাগরিকপঞ্জি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই। তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছে। এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশটির কোনো কোনো নেতা বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন। আমরা সেসব বক্তব্য আমলে নিচ্ছি না। কারণ, সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাসের জন্য সংসদে উত্থাপনকালে ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের নামও উল্লেখ করে বলেন, এসব দেশে সংখ্যালঘুরা (অমুসলিমরা) নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেই নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের ভারত আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেবে, সেজন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন করা হয়েছে। অমিত শাহর এ অভিযোগ নাকচ করে দেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী। এ বিষয়ে অসন্তোষও প্রকাশ পায় ড় মোমেনের বক্তব্যে। পরে তিনি তার নির্ধারিত ভারত সফর বাতিল করেন।

ড় মোমেন তার সাম্প্রতিক ভারত সফর বাতিলের বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, বঙ্গবন্ধু সরকারের একটি অলিখিত নিয়ম আছে, মন্ত্রী-সচিব একই সময়ে বিদেশে যাওয়া যাবে না। যদিও সম্প্রতি মন্ত্রী-সচিব একই সাথে বিদেশ সফর করেছেন। মন্ত্রী বলেন, ডিসেম্বর গৌরবের মাস। এ মাসে আমার ভারত সফরে যাওয়ার সময় প্রতিমন্ত্রী-সচিব বিদেশে অবস্থান করছেন। সে কারণে সফর বাতিল করা হয়েছে। তবে এজন্য দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না। এদিকে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় ক্ষমতাসীন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এনআরসির বিষয়টি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ভারত আমাদের প্রতিবেশী। ভারতের পার্লামেন্টে যে আইন পাস হয়, সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে ভারতের হাইকমিশনারের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি। বিষয়টি বিদেশ মন্ত্রণালয় দেখছে। যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে নেবো। ভারতের সঙ্গে আমাদের বাইলেটারাল রিলেশন (দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক) খুব ভালো। ইতিবাচক সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে কোনো টানাপোড়েন সৃষ্টি হোক আমরা তা চাই না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অনশনে বসছেন পিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অনশনে বসছেন কেরলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

নবতিপর পিনারাই ও কেরল সিপিএম সূত্রে খবর, সোমবার তিনি ও কেরল সিপিএম-সহ বেশকিছু অবিজেপি জাতীয় দলের নেতৃত্ব তিরুবনন্তপুরমের পালায়মের শহিদ মিনারের কাছে অনশনে বসছেন। তার আগে রীতি মেনে পলিটব্যুরো সদস্য পিনারাই সীতারামের সঙ্গে ফোনে বিস্তারিত আলোচনা সেরে নিয়েছেন। কেরল সিপিএম সূত্রে খবর, কোনও ধংসাত্মক, প্ররোচনামূলক কাজ করা যাবে না নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে।

অনশনই একমাত্র পথ বিজেপিকে আটকানোর। বস্তুত, সিপিএমের এমন গান্ধীগিরি আচরণে বিজেপি মহল কিছুটা বিস্মিত। পিনারাইয়ের মোকাবিলায় বিজেপি নেতৃত্ব কোন পথে হাঁটে, সেটাই এখন দেখার। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্যের কথায়, পিনারাইয়ের এই অনশন কর্মসূচি কতটা কার্যকর হয় তা দেখেই বিভিন্ন রাজ্যে পার্টি প্রয়োজনে অনশনে নামবে। কেরলের এই বেনজির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন গোটা অ-বিজেপি জনগণ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

টিজারেই চমক দিলেন সঞ্জু বেশি রণবীর কাপুর

দীর্ঘ অপেক্ষার পর মঙ্গলবার মুক্তি পেল সঞ্জয় দত্ত'র বায়োপিক সঞ্জু'র ট্রিজার। সঞ্জয় দত্তের বায়োপিকের প্রথম টিজার প্রকাশ্যে আসামাত্রই হইচই শুরু। টিজারের শুরুতেই সঞ্জয় দত্তের ছবি দেখে বোঝাই যায় না আসলে রণবীর কাপুর না স ঞ্জয় দত্ত। সিনেমায় আপনি রণবীর কাপুরের সঙ্গে সঞ্জয় দত্তকে একেবারেই আলাদা করতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই ৩০ লক্ষের বেশি ভিউ পেয়েছে টিজারটি। যুবক বয়সের ড্রাগের নেশা, নিউ ইয়র্কে বাড়ি কেনা, মহম্মদ আলির মত শরীর গঠন করে সবাইকে চমকে দেয়া থেকে শুরু করে তিহার জেলে বসে থেকে কিভাবে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন তিনি, বলিউড অভিনেতার জীবনের অনেক অধ্যায়ই সুন্দরভাবে প্রকাশিত এই টিজারে। সবচেয়ে চমকক সঞ্জয় দত্তের ভূমিকায় রণবীর কাপুরের অভিনয়। বলিউডের বিতর্কিত অভিনেতার প্রতিটি ভঙ্গিমাকে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন রণবীর। জানা গেছে, সূত্রে জানা গেছে, র াজকুমার হিরানি পরিচালিত সঞ্জুতে রণবীর কাপুর ছাড়াও অভিনয় করেছেন মনীষা কৈরালা, সোনম কাপুর, দিয়া মির্জা প্রমুখ। আগামী ২৯ জুন ছবিটি মুক্তির কথা।

জামিনে মুক্তি রাজপাল যাদব

পাঁচ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ দিতে না পারায় বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদবের ছয়মাসের কারাদন্ডের নির্দেশ দিল আদালত। সোমববারই আদালত এই সাজা ঘোষণা করে। জানা গেছে, সাতটি আলাদা মামলায় এই অবিনেতাকে দোষী সাব্যস্ত করে সোমবার সাজা ঘোষণা করে নতুন দিল্লির কারকারডোমা আদালত। তাকে ছয়মাসের কারাদন্ড এবং প্রতিটি মামলার জন্য ১.৬০ কোটি টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। তবে সোমবারই জামিনে মুক্ত হন রাজপাল। তিনি বলেছেন, আাদালতের বিচারকে আমি সম্মান করি, উচ্চ আদালতে আবেদন জানাব। ২০১০ সালে, 'আতাপাতা লাপাতা' নামের একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য দিল্লির ব্যবসায়ী মুরলি প্রজেক্টের মালিক এমজি আগরওয়ালের থেকে ২০১০ সালে ৫ কোটি টাককা ঋণ নিয়েছিলেন বলিউডের কৌতুক অভিনেতা রাজপাল যাদব। এবং তার স্ত্রী রাধাছবি মুক্তির পর টাকা ফেরত না দেওয়ায় এই অভিনেতা, তার স্ত্রী এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে দিল্লির এক আদালতে মামলা দায়ের করেন ঐ ব্যবসায়ী। সে মামলার শুনানিতেই গত ১৪ এপ্রিল আদালত রাজপাল যাদব এবং তার স্ত্রী রাধা যাদব সহ তাদের কোম্পানিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ২০১৩ সালে এই মামলাতেই রাজপালের আইনজীবী আদালতে মিথ্যা নথিপত্র পেশ করায় ১০ দিনের কারাদন্ড হয়েছিল রাজপালের। চারদিনদ তিনি জেলে কাঠিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে জন্ম বলিউডের এই অভিনেতার। দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে অভিনয় শিক্ষাশেষে ১৯৯৭ সালে মুম্বাই আসেন। একেবারে ছোটখাটো চরিত্র দিয়ে বলিউডে অভিনয় শুরু করেন। রামগোপাল ভার্মার জঙ্গল ছবিতে বিশেষ পরিচিতি পান। ম্যায় মাধুরী দিক্ষিত বাননা চাহতি হু তে তার অভিনয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ম্যায় মেরি পত্নি অউর ও ছাড়াও অনেকগুলি চলচ্চিত্রে প্রধান ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন রাজপাল।

দুই দিনেই ১০০ কোটি আয় মহেশের ছবির

মাত্র দুইদিনে ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করল দক্ষিণী তীরকা মহেশবাবুর ছবি ভারত আনে নেনু। এটিই তার প্রথম ছবি যা চলতি বছর সবচেয়ে দ্রুত ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করল। শিবা কোরাতলা পরিচালিত ছবিটি শুক্রবার বিবশ্বব্যাপী মুক্তি পায়। বাকি ২৬ কোটি টাকা আসেন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে। এমন তথ্য জানিয়েছেন চলচ্চিত্র সমালোচক এবং বাণিজ্য বিশ্লেষক রামেশ বালা। তেলেগু সুপারস্টার মহেশবাবু তার মায়ের জন্মদিনে ভারত আনে নেনু মুক্তি পান। ছবিটির অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ভক্ত ও দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। টুইটারে মহেশবাবু লিখেছেন, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আপনাদের দেওয়া কথা রাখতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত। ভারত আনে নেনু ছবির জন্য শিবা কোরাতলা স্যারকেও ধন্যবাদ। এই সাফল্য আমাদের সকলের ও ভালো ছবির বিজয়। আমার পুরো দলকে অভিনন্দন। ভারত আনে নেনু রাজনৈতিক থ্রিলার ধর্মী ছবি। এতে মহেশবাবু চরিত্রের নাম ভারত রাম। তিনি অভিনয় করেছেন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রে। ৬০ কোটি টাকা বাজেটের ছবিটিতে আরো অভিনয় করেছেন কিয়ারা আদবানি, প্রকাশ রাজ, শরৎ কুমার প্রমুখ।

আবার কন্যা সন্তানের বাবা হলেন ডোয়াইন জনসন

আবার কন্যা সন্তানের বাবা হলেন দ্য রক খ্যাত তারকা ডোয়াইন জনসন।
নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে তিয়ানা জিয়া জনসন।
ডোয়াইনের শেয়ার করা ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালের বিছানায় মেয়ে তিয়ানকে বুকে জড়িয়ে বসে রয়েছেন তিনি। এর ক্যাপশানে তিনি লিখেছেন, শরীরের সঙ্গে শরীর। আমাদের মা। গর্বিত এবং আনন্দিতা। তিয়ানা পৃথিবীতে এসেছে প্রকৃতির এক শক্তি হয়ে। তিয়ানা পৃথিবীতে এসেছে প্রকৃতির এক শক্তি হয়ে। কন্যা সন্তানের বাবা হওয়ায় ৪৫ বছর বয়সী এই অভিনেতা ও তার বান্ধবী লরেন হাসিয়ানকে শুভকামনা জানিয়ে প্রিয়াংকা চোপড়া লিখেছেন, অসাধারণ। তোমাকে এবং লরেনকে শুভেচ্ছা।

ঘাম হওয়া ভালো!

গরমে ঘাম নিয়ে সবাই থাকে অস্বস্তিতে, আর তাই সবাই খুঁজে বেড়ায় ঘাম থেকে মুক্তির পথ। কিন্তু জানেন কি! ঘামেরও রয়েছে শারীরিক বেশ কিছু উপকারিতা।
টক্সিন দূর করে সপ্তাহে অন্তত একবার ব্যায়ামের মাধ্যমে প্রচুর ঘামতে পারলে শরীরে ক্ষতিকর টক্সিন বেরিয়ে আসে। ব্যথা কমে — হঠাৎ ঘাড়ে বা হাতে বেশ ব্যথা হলে ঘরেই হালকা ঘা ঘামানোর ব্যায়াম করে ফেলুন। চিকিৎসকদের মতে, ব্যায়াম মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে উত্তেজিত করে।
এতে শরীরের এন্ডরফিন হরমোন বেড়ে যায়, যা স্বাভাবিকভাবে ব্যথা উপশমে কার্যকরী। শরীর পরিষ্কার রাখে— ঘামই শরীরে ভেতরকার এবং ত্বকের উপরিভাগের ময়লা বের করে আনে। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে করে— কাজ করার সময় শরীরের তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ঘাম এই অতিরিক্ত তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
সংক্রমণ রুখতে সাহায্য করে— জার্মানির গবেষণায় উঠে এসেছে, ঘামের সঙ্গে ডার্মসিডিন নামে এক ধরনের অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল পেপটাইড নিঃসরণ হয়।
এটা সংক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করে। ঘাম হওয়া ভালো, তবে অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীরে জলশূন্যতা হতে পারে। গরমে প্রচুর জল পান করুন, সঙ্গে টাটকা ফল খান।

সোনমের বিয়ের খুঁটিনাটি

বিয়ের ধুম লেগেছে বলিউডে। ২০১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ইতালির তাসকেনি রিসোর্টে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন অনুশকা শর্মা ও বিরাট কোহলি। এরপর শোনা যায়, ২০১৮ সালেই নাকি বাজতে যাচ্ছে রণবীর-দিপিকার বিয়ের সানাই। তবে রণবীর -দীপিকার বিয়ের তারিখ ঠিক না হলেও আগামী ৭ মে দীর্ঘদিনের প্রেমিক আনন্দ আহুজার সঙ্গে বিয়ের ব ন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী সোনমম কাপুর। এরই মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে তাদের সংগীত, মেহেদি ও বিয়ের ভেন্যু। সোনমের বিয়ের আানুষ্ঠানিকতার জন্য প্রথমে উদয়পুরকে বেছে নিয়েছিলেন তার পরিবার। কিন্তু বিশেষ দিনটির জন্য সাওয়ারিয়া খ্যাত এই তারকার পছন্দ ছিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভা। তবে, শেষ পর্যন্ত মুম্বাইকেও বেছে নিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। সোনম কাপুর সম্প্রতি সোনমের খালা কবিতা সিংয়ের বাংলাতে হবে মেহেদি অনুষ্ঠান। মুম্বাইয়ের দ্য লীলা প্যালেস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে হবে সংগীত অনুষ্ঠান। এরই মধ্যে সোনমের বাড়িতে শুরু হয়ে গেছে সংগরীত অনুষ্ঠানের মহরত। যার দায়িত্বের রয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় নৃত্যপরিচালক ফারাহ খান। জানা গেছে, সোনমের সংগীত অনুষ্ঠানে বাবা অনিল কাপুর, মা সুনিতা, চাচাতো ভাই অর্জুন কাপুর ও ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু কারিনা কাপুর খান এবং করণ জোহরকে নাচতে দেখা যাবে।

গর্ভের শিশুর জন্য আল্ট্রাসনোগ্রাম কি নিরাপদ?

গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়, কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা নিরাপদ? এ বিষয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালের গাইনি জেসমিন আক্তার বলেন, প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, আল্ট্রাসনোগ্রাম গর্ভের শিশুর কোনো ধরনের ক্ষতি করে না। অনেকেই মনে করেন, আল্ট্রাসনোগ্রাম থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি। শিশুর ক্ষতি করে। কিন্তু আসলে এটা এক্সরে নয়। আল্ট্রাসনোগ্রাম হচ্ছে অতি উচ্চ কম্পন্নসম্পন্ন শব্দ তরঙ্গ, যা সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে। তিনি বলেন, একজন মহিলা স ঠিকভাবে গর্ভাবস্থার প্রতিটি ধাপ পার করছেন কিনা, গর্ভের শিশু সুস্থ আছে কিনা, এসব কিছুই জানা সম্ভব আল্ট্রাসনোগ্রাম করার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে যদি গর্ভের শিশু বা মায়ের কোনো বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাও বোঝা সম্ভব। আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেয়া যায়। কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা যায় জানতে চাইলে জেসমিন আক্তার বলেন, যেহেতু ক্ষতিকর এর দিক নেই তা যতবার ইচ্ছা ততবারই করা যায়। এটা নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। তবে এই পরীক্ষা কিছুটা ব্যয়বহুল অনেকের জন্য। এছাড়া মা এবং শিশুর সব সিমটন যদি স্বাভাবিক থাকে তবে দুই থেকে তিনবারের বেশি আল্ট্রাসনোগ্রামকরার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে গর্ভের সময়কাল ও প্রসবের সঠিক সময় বের করার জন্য সন্তান ধারণের ৮ সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবার আাল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয়। ১৬ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার করা হয়। এসময় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে বাচ্চার জন্মগত কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা জানা যায়। গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে এটাও জানা যায়। বাচ্চার ওজন বাড়ছে কি না জানতে তৃতীয়বার ৩০ সপ্তাহে আল্ট্রাসনোগ্রাম করার পরামর্শ দেয়া হয়। জন্মের সময় বাচ্চার পজিশন সহ অন্য বিষয়গুলো সব ঠিকভাবে আছে কিনা জানা যায়। হাসপাতাল ভেদে আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে সাদাকালো ৫০০ থেকে ১০০০ এবং কালার থেকে ২৫০০ টাকা খরচ হয়। গর্ভাবস্থায় একজন মহিলা সব সময় পরিবার, কর্মক্ষেত্রে সহ সবার সব ধরনের সহযোগিতা, পাশে থাকা, ভালোবাসা।

বদহজম সমস্যা দূর করতে চারটি ঘরোয়া পদ্ধতি

উৎসবে না চাইলেও একটু বেশিই খাওয়া হয়ে যায়। এবং এই খাবারের মধ্যে গুরপাক, তেল চর্বি এবং মশলা জাতীয় খাবারই বেশি থাকে। ফলে অনেক সময়েই বদহজমের সমস্যা শুরু হয়ে যায়। ভীষণ অস্বস্তিকর এই বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই এন্টাসিড খেয়ে ফেলেন। এতে কিছুটা উপশম হলেও সমস্যার সমাধান হয় না একেবারে। তাই ঘরোয়া কিছু চমৎকার প্রাকৃতিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতে পারেন।
আদার ব্যবহার— ১ টেবিল চামচ, রস, এক টেবিল চামচ লেবুর রস ও ১চিমটি লবণ বালো করে মিশিয়ে জল ছাড়া করে ফেলুন। এতে কিছুটা উপশম হলেও সমস্যার সমাধান হয় না একেবারে। তাই ঘরোয়া কিছু চমৎকার প্রাকৃতিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেপারেন। এক টেবিল আদার রস, এক টেবিল চামচ লেবুর রস ও এক চিমটি লবণ বালো করে মিশিয়ে জল পা— করে ফেলুন। দেখবেন বদহজমের সমস্যা দূর হয়ে গিয়েছে। আদা কুচি লবণ দিয়ে চিবিয়ে খেলেও উপশম হবে সমস্যার। ২কাপ জলে আদা কুচি দিয়ে জ্বাল দিয়ে এক কাপ পরিমাণ করে এতে সামান্য মধু মিশিয়ে আদা চা তৈরি করে পান করে নিন। এতে অনেকাংশেই দূরহয়ে যাবে বদহজমের সমস্যা। দারুচিনির ব্যবহার— দুই কাপ পরিমাণ জলে এক টেবিল চামচ দারুচিনি গুঁড়ো অথবা ৪ টুকরো মাঝারি আকারের দারুচিনি ছেঁচে দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন। এক কাপ পরিমাণে জল কমে আসলে নামিয়ে সামান্য মধু মিশিয়ে গরম গরম পান করে নিন দারুচিনির চা। অনেনকক দ্রুত বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। বেকিং সোডার ব্যবহার পাকস্থলীর অপ্রয়োজনীয় অ্যাসিডের অতিরিক্ত নিঃসরণের ফলেই বদহজম হয়ে থাকে। এই সমস্যা দূর করতে বেশ কার্যকর বেকিং সোডা। পাকস্থলীর অপ্রয়োজনীয় অ্যাসিডের অতিরিক্ত নিঃসরণের ফলেই বদহজম হয়ে থাকে। এই সমস্যা দূর করতে বেশ কার্যকর বেকিং সোডা। আধা গ্লাস জল আধা চা চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে পান করে ফেলুন। দ্রুত বদহজমের সমস্যা দূর হবে। আধা গ্লাসের চাইতে বেশি পরিমাণে পান করবেন না। সাদা ভিনেগারের ব্যবহার এক কাপ জলে এক টেবিল চামচ সাদা ভিনেগার ও এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এই পানীয়টি পান করুন দিনে ৩-৪ বার। হজমের সমস্যা একেবারে দূর হয়ে যাবে।

খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটার কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা

সবুজ ঘাস, সূর্যের আলো ও অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনার মনও শরীর মুহূর্তেই ভালো করে দেবে, যখন এমন একটি পরিবেশে আপনি খালি পায়ে ঘাসের বুকে হাঁটবেন। এখন নিশ্চয়ই মনে করবেন দালান কোঠার এই ব্যস্ত শহরে ঘাসের উপরে খালি পায়ে হাঁটার কোন জায়গা আছে? হয়ত নেই, কিন্তু খুঁজে দেখতে পারেন। সকালে যখন ব্যায়াম করতে বের হন, হাঁটতে বা দৌড়াতে যান, তখন চেষত্মটা করুন ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে কিছুক্ষণ হাঁটতে। কারণ খালি পায়ে ঘাসের ওপরদিয়ে হাঁটলে তা দেহের উপকার করে এবং শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে তাছাড়া ওজন কমাতে ও সুস্থ থাকতে হাঁটা সবচাইতে ভালো শরীরচর্চা। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় আমাদের পায়ে অনেক রিফ্লেক্স জোন আছে যা দেহের চোখ সহ অনেক অঙ্গের সাথে যুক্ত। যখন আমরা খালি পায়ে হাঁটি তখন দেহের সম্পূর্ণ ভার থাকে পায়ের ওপর। পায়ের রিফ্লেক্স জোন যেহেতু চোখের সাথেও যুক্ত তাই ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটলে চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া চোখের স্বাস্থ্যের জন্য সবুজ রং খুব উপকারী। তাই চোখের সুস্থতার জন্য প্রতিদিন সকালে ঘাসের ওপর দিয়েহাঁটুন। পা সুস্থ রাখে খালি পায়ে হাঁটা পায়ের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম। এভাবে পায়ে শক্তি বৃদ্ধি পায় বেশী মজবুত হয় পায়ের রগ ও লিগামেন্টস পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পাতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।খালি পায়ে ঘাসে হাঁটার কোন আঘাত নিরাময় হয়, হাঁটুর সমস্যা ভালো হয়, পিঠের সমস্যাও ভালো হয়ে থাকে। স্ট্রেস দূর করে ভোর সকালে খালিপায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটার ফলে মন খুব শান্ত থাকে ও সকালের পরিষ্কার বাতাস, মৃদু সূর্যের আলো ও সবুজ পরিবেশে সবকিছু মিলিয়েই মনকে খুব ভালো রাখার চেষ্টা করে। সকালে হাঁটার মাধ্যমে ফ্রেশ অক্সিজেন গ্রহণ করি আমরা,সূর্যের আালো দেহে ভিটামিন ডি যোগায় এবং সকালের শান্ত পরিবেশ আমদের মন ভালা রাখে। দেহে ভিটামিন ডি পুষ্টি যোগায় যখন আপনি খালি পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটেন তখন সূর্যের রশ্মি আমাদের দেহে ভিটামিন ডি যোগায়, ভিটামিন ডি আমাদের দেহের হাড় মজবুত করে, এবং হাড়ের যে কোন সমস্যা রোধ করতে সাহায্য করে। তাই সুস্থ থাকতে সকালের বা বিকেলের মৃদু রোদে খালি পায়ে ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ হাঁটুন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে ঝাড়্গাম জেলা জুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

ঝাড়্গাম ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঝাড়্গাম জেলা জুড়ে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীসমর্থকেরা। রবিবার সকালের পর থেকে সারা দিন ধরে গোপীবল্লভপুর, বেলপাহাড়ী, লালগড়, জামবনী, বিনপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল সহ জেলার সব কটি ব্লকে মিছিল করেন শাসক দলের কর্মী সমর্থকেরা।

এদিন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কালিপদ সুরের নেতৃত্বে বেলিয়াবেড়া থানার গোয়ালমারা চক এলাকায়, বিনপুর দুই ব্লকের ব্লক সভাপতি বুবাই মাহাতর নেতৃত্বে শিলদা বাজার এলাকায়, বিনপুর এক ব্লকের ব্লক সভাপতি শ্যামল মাহাতর নেতৃত্বেও মিছিল করা হয়। এছাড়াও জেলার অন্যান্য ব্লক গুলিতেও বিভিন্ন জায়গায় মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেন তৃণমুল ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব।

এদিন জামবনীতে জেলা যুব তৃণমুলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদার নেতৃত্বে মিছিল করেন তৃণমুলের কর্মীসমর্থকেরা। সাঁকরাইল ব্লকে সৌমনাথ মহাপাত্রের নেতৃত্বেও প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এদিনের মিছিল ও পথ সভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও নাগরিক পঞ্জি করনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে ক্ষোভ উগরে দেন শাসক দলের নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি সাধারন মানুষজনদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন অযথা এনআরসি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য।

এদিন এই মিছিলে প্রতিবাদ জানানো হয়, কোন মতেই কেন্দ্রের এই নাগরিক পঞ্জিকরণ রাজ্যে বাধ্যতামূলক করানো যাবে না। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাংলার নাগরিক। বাংলার বাইরে কেউ নয়। তাই কেন্দ্রের নাগরিক পঞ্জিকরন এর বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান।

এদিনের পথ সভায় ঝাড়্গাম জেলা যুব তৃণমুলের সভাপিত দেবনাথ হাঁসদা বলেন, 'বিজেপির লাগামহীন সন্ত্রাস ও নাগরিক পঞ্জি করন নিয়ে পদ যাত্রা ও পথ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নাগরিকপঞ্জি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলায় নাগরিক পঞ্জি হবে না।'

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হতেই এর বিরোধিতা করে পথ, রেল অবরোধ থেকে শুরু করেন রাজ্যের এক শ্রেনীর মানুষ। যার ফলে উত্তপ্ত হয়ে উঠে সারা রাজ্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানিয়েছেন আইন কেউ হাতে তুলে নিবেন না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করার কথা বলেছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশেই প্রতিবাদ মিছিল করেন শাসক দলের নেতা কর্মীসমর্থকেরা।

ঝাড়গ্রামে স্বর্গবাউড়ি মন্দির ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি

ঝাড়্গাম ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): অতীতের ইতিহাস ঘিরে রয়েছে গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে। আদিকালের ইতিহাস ঘেঁটে উঠে এসেছে মানব সভ্যতার বিবর্তন। সেই বিবর্তনের ধারায় মানুষের আচার-বিচার, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ক্রমশ উদীয়মান হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়েই জঙ্গলমহল তথা অতীতকালের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময়কালের মধ্য দিয়ে জঙ্গলমহলের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, সেই সময়ের ঝারিখন্ড আজ তথা আজকের জঙ্গলমহল লৌকিক দেবদেবীদের পীঠস্থান হিসেবে খ্যাত। এই জঙ্গলমহলের অন্যতম লৌকিক দেবতা স্বর্গবাউরি দেবতার অবস্থান।ঝাড়্গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের লালবাধ অঞ্চলের মেঠোপথ ধরে জঙ্গল বুক চিরে লৌকিক দেবতার আরাধনা ক্ষেত্রে পৌঁছে যাওয়া যায় নিমিষেই।

পলপলা নদী এই স্থান টিকে বেষ্টন করে রয়েছে। গভীর জঙ্গলের ভিতরে রয়েছে শবর পুরহিত পুজিত শতাধিক বছরের পুরাতন দেবী স্বর্গবাউড়ির মন্দির।এক সময় গাছের তলাতে পুজিতা হতেন দেবী।পরে বিভিন্ন ভক্তদের উদ্যোগে গড়ে উঠছে কংক্রিটের মন্দির।এই দেবীকে ঘিরে রয়েছে নানা লোক শ্রুতি।মানুষজন বিশ্বাস করেন এই দেবী জাগ্রত এবং মানুষের মনের কমনা পূরণ হয়।জামবনি ব্লকের চিল্কিগড় রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। কনকদূর্গ মন্দিরকে ঘিরে পর্যটনের নানা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। অথচ চিল্কিগড় থেকে মাত্র দশ বারো কিমি দূরে অসাধারণ প্রকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত রানীঝোড়ের স্বর্গবাউড়ির মন্দির স্থলটি ঘিরে আজও পর্যটনের কোন পরিকাঠামো গড়ে উঠল না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পিচ রাস্তার দুধারে ঘন শালজঙ্গল পেরিয়ে মেঠো রাস্তা বেয়ে পৌছে যেতে হয় মন্দির স্থলে। জঙ্গল ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গনে পানীয় জলের ব্যবস্থা, পর্যটকদের জন্য বসার জায়গা, শিশুদের খেলাধুলার জন্য পার্কের ব্যবস্থা হলে দূরদূরান্ত থেকে বহু পর্যটক এখানে এসে প্রকৃতির আনন্দ নিতে পারত। আর সারা বছর ধরে পর্যটক আসা শুরু হলে স্থানীয় মানুষদের রোজগার ভাল হত বলে স্থানীয় মানুষ জন জানান।

স্থানীদের দাবি মন্দিরে প্রবেশ দুটি পথই অত্যন্ত খারপ অবস্থায় রয়েছে। রাঙামেটিয়া মোড় থেকে প্রায় তিন কিমি এবং সানকিশোলের দিক থেকে প্রায় চারকিমি রাস্তা পাকা হলে খুব সহজেই পর্যটকার আসতে পারবেন। স্বর্গবাউড়ি ঘিরে যদি প্রশাসনের উদ্যোগ পরিকাঠামো যুক্ত পর্যটন স্থল গড়ে তোলা যায় তাহলে যে সব পর্যটক চিল্কিগড়ের কনক দূর্গা মন্দির স্থলে আসছেন তারাও হাতের আরও একটি পর্যটন স্থল পেয়ে যাবেন। আবার এই স্বর্গবাউড়ি মন্দিরে অদূরে রয়েছে ভরবনিতে পলপাল নদীর বিশাল বাঁধ। শাল জঙ্গলের ভিতরে এই স্থানটিও অত্যন্ত সুন্দর। তাই রানীঝোড়ে স্বর্গবাউড়িকে কেন্দ্র করে পর্যটকরা দারুনভাবে প্রকৃতি দর্শন করতে পারবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত বেরা, রবীন্দ্রনাথ মাহাতোরা বলেন, "এখানে পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে উঠলে এলাকায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়বে। রাস্তা,পানীয় জল, দোকান, পার্কের ব্যবস্থা হলে প্রচুর পর্যটক আসবেন।"

উল্লেখ্য মকর সংক্রান্তীর সময় স্বর্গবাউড়ির মন্দির চত্বরে ঝাড়খন্ড, বিহার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। বসে বিশাল মেলা। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ এখানে কখনই পরিকাঠামো গড়ে ওঠে নি। স্বর্গবাউড়ি মন্দির কমিটির সম্পাদক কমলকৃষ্ণ মাহাতো, সদস্য বংশী চৌধুরী বলেন " এখানে পর্যটন প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ছয়ের পাতায়

পাথর বোঝাই লরির সাথে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত ২

নলহাটি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাথর বোঝাই লরির সাথে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত ২ বাইক আরোহী। পাশাপাশি আহত ওই বাইকে থাকা আরও এক আরোহী। দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশাকে দায়ী করেছেন। শনিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি থানার অন্তর্গত নাকপুর চেকপোস্টের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহীকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। পাশাপাশি মৃত ২ আরোহীকেও রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও মৃতদের কোনো পরিচয় এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বীরভূমের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয়ে পড়েছে। যা নিয়ে গত ১১ ই ডিসেম্বর লোকসভায় প্রশ্ন তোলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দি রায়।

সিএএ ও এনআরসি বাতিলের দাবিতে আজও পথ অবরোধ বীরভূমে

মুরারই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই সভাতেই ক্যাব বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে তা আইনে পরিণত। এরপরেই উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম ও ত্রিপুরার পাশাপাশি বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গেও। গত বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই বিক্ষোভ আজও অব্যাহত রাজ্যের পাশাপাশি জেলাতেও। রবিবার সকাল থেকেই নতুন করে বিক্ষোভের আগুণ ছড়িয়ে পড়ে বীরভূমের আহমেদপুর থেকে শুরু করে মুরারইয়ের মত এলাকায়। সকাল থেকেই বিক্ষোভ আন্দোলনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মুরারই থানার অন্তর্গত হিয়াতনগর। মুরারই থেকে রঘুনাথগঞ্জ রাজ্য সড়ক উপর টায়ার জ্বালিয়ে ছয়ের পাতায়

রবিবার আমরা বাঙালি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নেহরু পরিবারের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য আটক বলিউড অভিনেত্রী পায়েল রোহতগি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নেহরু পরিবারের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে আটক করা হল বলিউডের অভিনেত্রী পায়েল রোহতগিকে। তাঁকে আটক করা হয়েছে রাজস্থান পুলিশ জানালেও পায়েলের দাবি, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত অক্টোবর অভিনেত্রী নেহরু পরিবারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর করেন বলে অভিযোগ। তাঁকে আটক করার কথা নিশ্চিত করে বুন্দির সুপার মমতা গুপ্তা জানিয়েছেন, "আমেদাবাদ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার সকালের মধ্যে তাঁকে বুন্দি নিয়ে আসা হবে। মোতিলাল মেহরুর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। অক্টোবরে সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামসলা দায়ের করা হয়েছে।" এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ট্যুইটারে সরব হয়েছেন পায়েল। বাক-স্বাধীনতা রসিকতায় পরিণত হয়েছে বলে তোপ দেগে তিনি লেখেন, "মোতিলাল নেহরুকে নিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলাম। তাতে ব্যবহৃত তথ্য গুগল থেকেই নেওয়া। বাক-স্বাধীনতা এখানে রসিকতায় পরিণত হয়েছে।" প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও পোস্টটি ট্যাগ করেছেন পায়েল মোতিলাল নেহরুর পাশাপাশি জওহরলাল নেহরু, তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু, ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়েও পায়েল বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ।

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নিয়ে সরব রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে যখন রাজ্য উত্তাল ঠিক তখনই রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নিয়ে ফের একবার সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরউ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে পশ্চিমবঙ্গে লাঘু হবে না বলে বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেনউ এই ধরনের বিজ্ঞাপনকেই রাজ্যপাল রবিবার অসংবিধানিক বলে আখ্যায়িত করেনউ ক্যাব নিয়ে রাজনীতি না করার আবেদনও জানান রাজ্যপাল।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে নিয়ে এখন রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্তউ জেলায় জেলায় চলছে বিক্ষোভউ পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাস, ট্রেনউ এর বিক্ষোভের জেরে বাতিল করা হয়েছে একাধিক ট্রেনউ শুক্রবার থেকে আজ রবিবারেও অব্যাহত অশান্তিউএই আবহাওয়ায় রাজ্যপাল রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন জানানউ তিনি বলেন, 'যারা সমস্যায় রয়েছে, তাদের সাহায্যে জন্য রাজ্যবাসীকে আবেদন জানাচ্ছি । একইসঙ্গে শান্তি বজায় রাখারও আবেদন জানাই।

অপরদিকে, রাজ্য সরকারের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন রাজ্যে লাঘু হবে না বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেউ এই বিজ্ঞাপনগুলি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্রী অন্তত এই বিজ্ঞাপনগুলি প্রত্যাহার করবেন ।

এই বিজ্ঞাপনগুলি অসাংবিধানিক এবং সরকারি তহবিলের অপরাধমূলক ব্যবহার'।

গতকালও একবার শান্তির আহ্বান করেছেন তিনিউ জানিয়েছিলেন, "হিংসা সমস্যা কমায় না, বরং সমস্যা বাড়ায়। যারা হিংসা ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিক রাজ্য সরকার"উ রাজ্যপালের মতে, "ক্যাব এখন আইনে পরিণত হয়েছে। আর আইন সকলের মেনে চলা উচিত"।

বাংলা ছবির ১০০ বছর অরিন্দমের 'মায়াকুমারী'

কলকাতা,১৫ ডিসেম্বর (হি.স.):বাংলা ছবির ১০০ বছর পরিচালক অরিন্দম শীলের হাতে উ খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে অরিন্দমের নতুন ছবি 'মায়াকুমারী' উ ইতিমধ্যেই শুভ মহরৎ সারলো ছবির টিম উ

বাংলা ছবির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অরিন্দম শীল তৈরি করছেন 'মায়াকুমারী'উ চারের দশকের প্রেক্ষাপটে তৈরি হচ্ছে ছবি এই ছবিউ বাংলা ছবির জগৎ, ওঠা-পড়া, ছয়ের পাতায়

রবিবার উমাকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত যেমন খুশী তেমন সাজো অনুষ্ঠানে খুঁদে শিল্পীরা। ছবি- নিজস্ব।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে দেশে আগুন লাগাচ্ছে কংগ্রেস, ঝাড়খন্ডের নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দুমকা / রাঁচি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ইস্যুতে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ রবিবার ঝাড়খন্ডের দুমকাতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিক্ষোভ নিয়ে প্রথম মুখ খুলে তিনি বলেন, আমাদের সংসদ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত একটি পরিবর্তন করেছে যাতে পার্শবর্তী দেশে বসবাসকারী হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, পার্সী, বৌদ্ধ, জৈনরা নাগরিকত্ব পেতে পারে। এ জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাস করেছে। এখন কংগ্রেস এবং তার মিত্ররা এর বিরুদ্ধে দিকে দিকে হিংসাত্মক আন্দোলন করছেন। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন হাজার শতাংশ সঠিক। নাগরিকত্ব আইনের নামে কংগ্রেস আগুন জ্বালছে। নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের নামে দেশের যেখানেই অগ্নিসংযোগের মত ঘটনা ঘটছে সেখানে রাজনৈতিক দলের মদদ রয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী উ তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনায় টিভিতে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছেন তারা কি পোশাক পরে আছেন, তারা কি কথা বলছেন উ এ থেকে সহজেই বলা যায় যে এরা কারা।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুমকা বিমানবন্দর মাঠে ঝাড়খণ্ড সরকারের মন্ত্রী ডা. লুইস মারান্ডি সহ সাঁওতাল পরগনার ১৬ জন বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। এদিনের সভায় তিনি বলেন, খবরে দেখা গেছে সংসদে নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনের সংস্কার করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ হ'ল যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে অন্য ধর্মের লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিলেন। সেখানে তাদের বোন এবং কন্যার সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই তিনটি দেশের হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিকদের এখানে শরণার্থী জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তাদের জীবন উন্নতির জন্য, সংসদের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাস করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। কংগ্রেস এবং তার মিত্ররা এর বিরোধিতা করছে। তাদের দাবি মানা হয়নি তাই তারা দেশের দিকে দিকে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে উ

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, যারা আমাদের বিরোধিতা করেন, তারা বুঝুন যে এই নাগরিকত্ব আইনটি ভাল। যে কাজ এতদিন পাকিস্তানের টাকায় হত, তা এখন কংগ্রেসই করছে।এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কী হতে পারে, যে লন্ডনের দূতাবাসের সামনে একজন ভারতীয় বিরোধ প্রদর্শন করছেন উ এটি হিন্দুস্থানকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র। কংগ্রেসের কর্মকান্ড থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন হাজার শতাংশ সঠিকউ

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেস আর দেশের জন্য ভাল চিন্তা করে না, তার রাজনীতি বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কল্পনা করুন যদি বাবা তিলকা মাঝি, সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব কেবল তাদের নিজেদের কথা ভাবছেন, তাহলে কি এই ব্রিটিশরা আমাদের দেশ ছেড়ে যেত ? বিজেপি এমন মূল্যবোধ বহন করে। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। বিজেপি সরকার এই উপজাতি যোদ্ধাদের অমর করে তোলার জন্য নিয়মিত নতুন পরিকল্পনা করে চলেছে। আমরা সারা দেশে উপজাতি যোদ্ধাদের নামে জাদুঘর নির্মাণ করছি। আমরা আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য সাঁওতালি ভাষাকে সমৃদ্ধ করছি। এ নিয়ে গবেষণাও চলছে। আনন্দের খবর এই যে রাজ্যসভায় সাঁওতালি ভাষায় বক্তৃতাও হয়েছে। সাঁওতালি ভাষাকে সম্মান জানানোর জন্য আমি উপরাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানাই।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই বিপুল জনসমর্থন বলছে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি প্রচুর সমর্থন পাচ্ছে। আমাদের সেবা ভাবের কারনেই এই ভালবাসা প্রকাশিত হচ্ছে। আমি আপনাদের সেবক হিসাবে কাজ করি। আপনাদের মাঝে এসে আমি আমার কাজের হিসাব আপনার পায়ের কাছে রাখছি।এদিনই তিনি বলেন, আদিবাসীরা আমার জীবন গঠনে অনেক অবদান রেখেছে। আপনাদের এবং দেশের সেবা করার জন্য আমাদের সমর্পণই তার পরিচয় দেয়।

কংগ্রেসের কাছে ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য কোনও পরিকল্পনা নেই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, জেএমএম এবং কংগ্রেসের কাছে ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য কোনও পরিকল্পনা নেই। রাজ্যেও তাদের বিকাশের কোনও ইচ্ছা নেই বা অতীতে কখনও কিছুই করেনি। তারা একই জিনিস জানে, কেবল বিজেপির বিরোধিতা করা এবং যেখানে সুযোগ রয়েছে সেখানে মোদীকে গালমন্দ করা। বিজেপির বিরোধিতা করতে করতে এবার তারা দেশের বিরোধিতা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সীমা রেখা অতিক্রম করে দিয়েছে তারা।

যাদের মাথায় তুলেছেন, তারাই নিজেদের পকেট পূর্ণ করেছে

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেস এবং জেএমএম ঝাড়খণ্ডকে পিছিয়ে রেখেছিল, যা আমরা উন্নয়নের শ্রেণিতে তুলেছি।যাদের আপনারা মাথায় তুলেছেন, তারাই নিজেদের পকেট পূর্ণ করেছে। নিজেদের পরিবারকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু তারা দরিদ্র আদিবাসীদের নিয়ে চিন্তা করেন নি। এখনও তাদের পরিবর্তন হয়নি। আপনারা তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা ফের আপনাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে। তারা এখনও সিন্দুক ভরতে ব্যস্ত।

ঝাড়খণ্ডে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসের দুর্দান্ত সম্ভাবনা

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ঝাড়খণ্ডে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসের দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা তাদের নিয়ে কাজ করছি। রাজনৈতিক দলগুলির অসংবেদনশীলতায় আপনার এবং সরকারের মধ্যে একটি ফাঁক তৈরি করেছে, যা আমরা কার্যকর করার জন্য কাজ করছি। ঝাড়খণ্ডের উপজাতিরা আন্তরিকভাবে শৌচাগার অভিযান গ্রহণ করেছি। সরকারের উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে আমরা আদিবাসী বোনদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছি।

সাধারণ মানুষ ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে শুভেচ্ছা জানায়

দুমকায় কুয়াশার কারণে আলো কম ছিল, তাই জনসভায় উপস্থিত লোকেরা তাদের মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানান। মোদী তাঁর বক্তব্য শুরু করার সময় এটি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, আপনার মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট আপনি কতদূর বসে আছেন তা জানিয়ে দিচ্ছে। আপনি যদি ফ্ল্যাশ লাইট না খোলেন তবে বুঝতে পারছি না আপনি কোথায় বসে আছেন। আজ শীত আবহাওয়ায় সন্ধার মতো পরিবেশ হয়ে উঠেছে। আপনার শক্তি বলছে যে এটি আমাদের জন্য একটি অধিকার।

দুমকার বিজেপি এবং জেএমএমের মধ্যে সরাসরি দ্বন্দ্ব রয়েছে

এবার দুমকা বিধানসভা আসন থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ লুইস মারান্ডির মধ্যে লড়াই রয়েছে। ২০১৪ সালের দুমকার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ডাঃ লুইস মারান্ডি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ৫,২৬২ ভোটে পরাজিত করেছিলেন।

পঞ্চম দফায় এই ১৬ টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে

পঞ্চম দফায় যে ১৬টি বিধানসভা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে তার মধ্যে রয়েছে রাজমহল, বোরিও, বরহেত, লিট্টিপাড়া, পাকুর, মহেশপুর, শিকারিপাড়া, নালা, জামতারা, দুমকা, জামা, জরমুন্দি, সারঠ, পোড়াইহাট, গোড্ডা ও মহাগামার আসন।

মদ্যপ অবস্থায় প্রতিবেশীকে মারধরের অভিযোগ প্রাক্তন পেসার প্রবীণ কুমারের বিরুদ্ধে

মেরঠ, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : মদ্যপ অবস্থায় নিজেরই প্রতিবেশীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার প্রবীণ কুমারের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী দীনেশ কুমার অভিযোগ তুলেছেন, প্রবীণ কুমার মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে মারধর করছেন। এমন কি তাঁর ছেলেকেও ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মেরঠের মুলতাননগরের। একই পাড়ায় থাকেন প্রবীণ কুমার ও দীনেশ কুমার। অভিযোগকারী দীনেশ পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, প্রবীণ কুমার মত্ত অবস্থায় তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে মারধর করেছেন। দীনেশ কুমারের ছেলে নিয়মিত স্কুল বাসে করে স্কুলে যায়। শনিবারও তিনি বাইক নিয়ে স্কুল বাস আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তার ধারে। যথাসময়ে বাসও এসে পড়ে। বাস থেকে একে একে নামতে থাকে পড়ুয়ারা। এর মধ্যেই বাসটির পিছনে এসে যায় প্রবীণ কুমারের গাড়ি। কিন্তু, রাস্তা সরু হওয়ায় তাঁকে বাসের পিছনেই আটকে থাকতে হয়। স্কুল বাস থেকে বাচ্চাদের নামতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। আর তাতেই বিরক্ত হয়ে যান প্রবীণ। বারবার হর্ন বাজাতে থাকেন তিনি। দীনেশ কুমার নামের ওই ব্যবসায়ী প্রতিবাদ করেন। তারপরই, শুরু হয় কথা কাটাকাটি। একসময় কথা কাটাকাটি গড়ায় বচসাতে। দীনেশ কুমার প্রবীণের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, ঘটনার সময় প্রবীণ মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। যদিও, প্রবীণের তরফে এই সব অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে। মদ্যপ থাকা নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও মারধরের অভিযোগ পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পেসার।

বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২২ ডিসেম্বর

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। স্যন্দন পত্রিকার উদ্যোগে নবম বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামী ২২ ডিসেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সকাল ৯টায় এই আসরের উদ্বোধন হবে। এতে রাজ্যের মিডিয়ার বিভিন্ন দলগুলিকে অংশ নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজনকারীদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আসরে চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স দলকে ট্রফি ও প্রাইজমানি দেয়া হবে। আসরে এন্ট্রি নেয়ার শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর। ২১ ডিসেম্বর ক্রীড়াসূচী চূড়ান্ত করে ঘোষণা দেয়া হবে। প্রতি দলে ছয়জন ক্রিকেটার ও দুইজন অফিসিয়াল থাকতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

পাচারকারী

● **প্রথম পাতার পর**

এবং লক্ষ্মীবিলের আবুল হোসেন (২৫) কে আটক করেছে। এই ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে। মামলার নম্বর ১২৯/১৯। পুলিশ ধৃতদের আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করবে বলে থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাভারকরের নাতির

আটের পাতার পর

রাহুল গান্ধীর নিজের পূর্ব পুরুষ করে যাওয়া ভুলকে পুনরাবৃত্তি করেছেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের আত্মত্যাগের কাহিনী তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, সাভারকর ১৪ বছর জেলে ছিলেন। পরে আরও ১৩ বছর গৃহবন্দি।

অন্যদিকে, নেহেরু ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পঞ্চম জর্জকে ভারতের সম্রাট বলে মান্য করতেন। শিবসেনাকে উদ্দেশ্য করে তিনি জানিয়েছেন সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীদের রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তেলেঙ্গানা ধর্ষণকাণ্ড এবং উন্নাওতে ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার পর ভারতকে রেপ-ইন্ডিয়া বলে অভিহিত করেছিলেন রাহুল গান্ধী। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার সরব হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদেরা। তাঁরা ওয়ানাডের সাংসদকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী ভারত বাঁচাও সমাবেশে বলেছিলেন, 'সত্যি কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইব না। আমার নাম রাহুল সাভরকর নয়। রাহুল গান্ধী।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূলের তিনদিন প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে প্রশ্ন, প্রবল সমর্থন রন্তিদেবের ফেসবুকে

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার থেকে তৃণমূলের তিনদিন প্রতিবাদ মিছিলের ডাক নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রবল সমর্থন রন্তিদেব সেনগুপ্তর ফেসবুক পোস্টে।

ফেসবুকে বেশ ক'জন সরব হয়েছেন এ নিয়ে। রন্তিদেববাবু লিখেছেন, "সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে , সংবিধানে উল্লিখিত ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাহলে এই ট্রেন বাস পোড়ানো আর রাস্তা অবরোধ কেন ? কেনই বা সোমবার থেকে তিনদিন প্রতিবাদ মিছিলের ডাক? গন্ধটা কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহজনক।"

প্রতিক্রিয়ায় সুবিদ প্রকাশ শিকদার লিখেছেন, "কেন এখনও অবধি একটি ও মামলা হলো না?কাল যে সমস্ত ট্রেন যাত্রী আহত হলো তার দায় কার?আর ক্ষতিপূরণ কে দেবে ????? আরেকটা গুজরাট হলে তার দায় কে নেবে??????" দেবাশিস গৌতম লিখেছেন, "হয়তো অনুপ্রবেশকারী তাই।" হারাধন ঘোষ লিখেছেন, "এই ধরনের ঘটনা প্রমান করে বাংলায়অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অগনিত।"

পরিব্রাজক বিশ্বনাথ লিখেছেন, "তার মধ্যে দুধেল গরুর পারসেন্টিজটা একটু বেশী।" আশিস দাস লিখেছেন, "এই অবরোধ কারণ ওরা বুঝতে পারছে যুগ যুগ ধরে চলা অনৈতিক পথে অঞ্চল ভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস নিজেদের পক্ষে বদলে নিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পথ বন্ধ হতে চলছে।"

'২২ শে শ্রাবণ'-র শেষ থেকে সৃজিতের 'দ্বিতীয় পুরুষ'

কলকাতা,১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) :মাঝে কেটে গিয়েছে আট বছর।দীর্ঘ আট বছর পর '২২ শে শ্রাবণ'-র সিকুয়াল নিয়ে ফের হাজির হলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়।২২শে শ্রাবণ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই শুরু পরিচালক সৃজিতের নতুন ছবি 'দ্বিতীয় পুরুষ'-এর গল্প। রবিবার ছুটির বেলায় মুক্তি পেল সৃজিতের 'দ্বিতীয় পুরুষ'-এর ট্রেলার।

২২শে শ্রাবণ যেখানে শেষ হয়েছিল, ঠিক সেখান থেকেই 'দ্বিতীয় পুরুষ'এর গল্প।ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে রাইমা সেন ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে।এই ছবিতে ভিন্ন ধারার ও আকর্ষণীয় একটি চরিত্রে দেখা যাবে রাইমা সেনকে। রাইমার বিপরীতে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে।তাছাড়াও এই ছবিতে দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় এবং গৌরব চক্রবর্তীকে।সব ঠিক থাকলে ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি।

স্ট্যালিন

আটের পাতার পর

আবদুল্লার গৃহবন্দি দশা আরও তিন মাস বাড়ানো হল বলে শনিবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল।

কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্রদফতরের পরামর্শ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনবারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার গুপকর রোডের বাড়িকে 'সাব-জেলে'-এ পরিণত করা হয়েছে। ৮২ বছর বয়সী ফারুক আবদুল্লাই হলেন দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যার বিরুদ্ধে নাগরিক সুরক্ষা আইন ব্যবহার করে এমন কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মহিলা কমিশনের প্রধান

আটের পাতার পর

স্বাতী। রবিবার সকালে অনশন মঞ্চে হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এরপরেই তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে তেলেঙ্গানায় পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং উন্নাওতে নির্যাতিতাকে পুড়িয়ে মারা ঘটনায় গোটা দেশের সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন স্বাতী। ধর্ষকদের ছয় মাসের মধ্যে ফাঁসির দাবিতে প্রায় ১৩ দিন ধরে দিল্লিতে অনশন চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভায় দিশা আইন পাশ হয়। যে আইনে ধর্ষণের মামলার ২১দিনের মধ্যে ধর্ষককে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই আইন গোটা দেশজুড়ে কার্যকর করার দাবিতে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে চিঠিও লিখেছিলেন স্বাতী।

শনিবার স্বাতী জানিয়েছিলেন যে টানা অনশনের ফলে তাঁর ৮ কিলোগ্রাম ওজন কমে গিয়েছে। গোটা শরীর বিভিন্ন জায়গায় যন্ত্রণা।

তৃণমূল

আটের পাতার পর

বিভিন্নপ্রান্তে চলছে বিক্ষোভ। কখনও স্টেশনে আবার কখনও বাসে আগুন লাগিয়ে আন্দোলনে শামিল বিক্ষোভকারীরা। ক্রমশই বাড়ছে বিক্ষোভের তীব্রতা। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শনিবারও সাধারণ মানুষকে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রীতি এবং শান্তি বজায় রেখে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসির প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, 'গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করুন, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। পথ অবরোধ, রেল অবরোধ করবেন না। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা গন্ডগোল করছেন, রাস্তায় নেমে আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন, তাঁদের কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। বাসে আগুন লাগিয়ে, ট্রেনে পাথর ছুঁড়ে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে, আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গড়ে তোলার দাবি

পাচের পাতার পর

উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠল সারা বছর প্রচুর পর্যটক আসবে। প্রশাসনের কাছে আমাদের আর্জি এখানে রাস্তা,পানীয় জল সহ পর্যাপ্ত ব্যাবস্থা করে দেওয়া হোক।"এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী বলেন " জায়গাটি পরিদর্শনের পর প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ার ব্যবস্থা করা হবে।"

অবরোধ বীরভূমে

পাচের পাতার পর

অবরোধ শুরু করে বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। একইভাবে বীরভূমের আহমেদপুর এলাকায় বিক্ষোভকারীদের একটি মিছিল বের হয়। সেই মিছিল আহমেদপুর চৌরাস্তায় এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে উঠে যায় সেই বিক্ষোভ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দফায় দফায় বিক্ষোভে নামা বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি হলো, সিএএ ও এনআরসি বাতিল করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তারা মানবেন না। বিক্ষোভকারীদের উগ্র-আন্দোলন রুখতে ইতিমধ্যেই শান্তির বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল থেকে শাসক দলের অন্যান্য নেতারা।

'মায়াকুমারী'

পাচের পাতার পর

বদলে যাওয়া চিত্র ফুটে উঠবে তাঁর গল্পে উ পরিচালক অরিন্দমের "মায়াকুমারী" গল্পে নতুন করে ফিরে আসবেন উত্তমকুমার, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ বাংলা ছবির বিভিন্ন অভিনেতারাউ 'মায়াকুমারী' ছবির হাত ধরেই এই প্রথম অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর সাথে গাটছড়া বাঁধতে চলেছেন পরিচালক অরিন্দম শীলউ কারণ পরিচালক অরিন্দমের পরবর্তী ছবি "মায়াকুমারী"-তে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে উ অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা ছাড়াও "মায়াকুমারী' ছবিতে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে রজতাভ দত্ত ও আবীর চট্টোপাধ্যায় উ তাছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে অম্বরীশ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাশিস রায়, অরুণিমা ঘোষ, সৌরভ দাস ছাড়াও আরও অনেকেউ ছবি মুক্তির দিনক্ষণ এখনও জানা যায়নিউ

সিএএ জন্য উত্তরপূর্বের মানুষের কোনও ক্ষতি হবে না, দাবি গিরিরাজেব

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশজুড়ে কার্যকর করা হবে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী। রবিবার এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

এদিন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, সিএএ সংসদে পাশ হওয়া আইন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপূর্বের মানুষদের আশ্বস্ত করেছেন যে সিএএ-র ফলে তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তখন তা বড়ই বেদনাদায়ক। এই সকল পড়ুয়াদের উস্কেছে রাহুল গান্ধী। নাগরিকত্ব ছিনিয়ে দেওয়া নয়। নাগরিকত্ব প্রদানই এই আইনের লক্ষ্য। গোটা বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বিরোধী দলগুলি রাষ্ট্রবিরোধী। উল্লেখ করা যেতে পারে ধর্মীয় কারণ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে ধর্মের কারণে নিগৃহীত হয়ে ভারতে চলে আসা অমুসলমান ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

রবিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় নরেন্দ্র মোদী লেখেন, পূণ্য তিথিতে মহান সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। দেশ সেবায় অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন। যা অন্তর থেকে সকলকে অণুপ্রাণিত করেছে।

কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার যে সর্দার প্যাটেলের আদর্শে চলছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এক অটুট ভারতের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনিই সকলের প্রেরণার উৎস। তিনিই প্রকৃত ভারতরত্ন। স্বাধীনতার আগে ও পরে দেশকে এক সূত্রে বাঁধতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্বতে অনুপ্রাণিত হয়ে চলা মোদী সরকার বিগত পাঁচ বছরে দুর্নীতি, জাতিবাদ এবং তোষণের রাজনীতি শেষ করে নিরাপদ এবং শক্তিশালী ভারত গঠন করেছে।

গৃহবধূ

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কৃষ্ণার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

তারপর অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর আত্মীয়পরিজনরা কৃষ্ণাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে আগুনে পুড়ে গিয়েছে শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ। এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ গোটা ঘটনাটি তদন্ত করছে। কি কারণে মাঝবয়সী এক গৃহবধূ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল তা খতিয়ে দেখছে কদমতলা থানার পুলিশ।

পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে কেরোসিনের ড্রাম ও ম্যাচ লাইট উদ্ধার করেছে পুলিশ। অপরদিকে অগ্নিদগ্ধ মাঝবয়সী গৃহবধূ কৃষ্ণার স্বামীর বাড়ির লোকজনরা জানান, কৃষ্ণা ও তার স্বামীর মধ্যে প্রতিনিয়ত পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। রবিবার সকালেও তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। তবে কি কারণে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল তা সবারই অজানা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নেওয়া হয়েছে তা তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, সোনামুড়া, খোয়াই এবং আমবাসায় ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ কোর্ট চালু করা হয়েছে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর। আগরতলায় ডিস্ট্রিক্ট সেশন অ্যান্ড জজ কোর্টের নতুন পাকাভবন চালু করা হয়েছে। কোর্ট কেইস মেন্টেনেন্স সিস্টেম অনলাইনে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের জুডিশিয়াল আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আইনজীবীদের সামাজিক ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হতে হবে। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট আইনজীবি বিশ্বজিৎ দেব, আইনজীবি প্রদ্যুৎ কুমার ধর, বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আইনজীবি ও অন্যান্যরা। সম্মেলনে উপলক্ষে এদিন মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

ফোরামের

● **প্রথম পাতার পর**

কাইপেং। তাকে পথেই হত্যা করা হয়েছে। আমরা তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলেছি। আমরা এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং পরিবারের একটি সরকারী চাকরীর দাবি করছে, জানালেন জগদীশ দেববর্মা। সেই সাথে আমরা সিএবি প্রতিবাদকারীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য যারা হিংসার সৃষ্টি করেছে তাদের কঠোর শাস্তিরও দাবি করছি, জানালেন জগদীশ দেববর্মা।

জগদীশবাবু আরও বলেন, ত্রিপুরা পুলিশ ১৩ ই ডিসেম্বর একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে সিএবির ধর্মঘটের সময় নিহতের মৃত্যুর রিপোর্টকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে এগুলো 'মিথ্যা ও মনগড়া রিপোর্ট'। এই বিবৃতি খন্ডন করে শ্রীদেববর্মা বলেন, রাজ্য পুলিশ এবং বিজেপি সরকার জেএমএএসিএবির ডাকা আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অক্ষুন্ন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

জগদীশ দেববর্মা আরও বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাম্প্রতিক বৈঠকে আমরা আমাদের দাবী পেশ করিছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি বিষয়টি দেখবেন। তাই আমরা অমিত শাহর তরফ থেকে কি প্রতিক্রিয়া সেই অপেক্ষায় রয়েছি।

প্রতিবেশীরা

● **প্রথম পাতার পর**

করতে সক্ষম হয়েছেন দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। সেগুলি বিস্ফোরণ ঘটলে অগ্নিকাণ্ড আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারতো। অল্পেতে আরও বড় ধরনের ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি। শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে আশহকা করা হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল বাহিনী বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, এর আগেও একবার অগ্নিকাণ্ডে ওই বাড়িটি ভস্মীভূত হয়েছিল। একই বাড়িতে দু'বার অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পরিবারটি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন।

গুঞ্জন

● **প্রথম পাতার পর**

ছুটে গিয়ে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছি। কিন্তু, প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে চিকিৎসক আসেন হাসপাতালে। ফলে, দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে শিশুটি যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। ওই দমকল কর্মী জানিয়েছেন, শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছিলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু, চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে গুঞ্জন।

সোসিয়েদাদের কাছে আটকে গেলো বার্সেলোনা

সান সেবাস্তিয়ান, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বার্সেলোনার বিজয় রথ থামিয়ে দিল রিয়াল সোসিয়েদাদ। টানাটান ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়।

ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে গোল করে যোগ্য দল হিসেবে এগিয়ে যায় সোসিয়েদাদ। পরে গ্রিজমানের গোলে প্রথমার্ধেই সমতা ফেরায় কাতালান ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুয়ারেজ বার্সাকে এগিয়ে দিলেও খুব বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল খাওয়ায় পয়েন্ট খোয়াতে হয় বার্সেলোনাকে। সোসিয়েদাদের হয়ে দুই অর্ধে দুটি গোল করেন মিকেল ওয়ার্জাবাল ও আলেকজান্ডার ইসাক। এই ড্রয়ের ফলে ১৬ ম্যাচে বার্সেলোনার সংগৃহীত পয়েন্ট দাঁড়ায় ৩৫। অন্যদিকে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। উল্লেখ করা যেতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রি কোয়ার্টারের টিকিট আগে নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় শেষ ম্যাচে মেসি-সহ বেশ কয়েকজন তারকাকে বিশ্রাম দেন বার্সেলোনা কোচ ভালভার্দে। তবে লা লিগায় ফিরে এসেই তিনি পূর্ণশক্তির দল মাঠে নামান। দেম্বেলের চোট এখনও সেরে না ওঠায় তিনি যথারীতি মাঠের বাইরে থাকেন। তবে দলে ফেরেন মেসি, আলবা সেমেদো, জেরার্ড পিকেরা।

তপনে আক্রান্ত স্থানীয় বিজেপি নেতা

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি নেতার উপর হামলা চালালো দুষ্কৃতিরা। শনিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালাপুর থানার অন্তর্গত তপনে।

কৃষ্ণ কুজুর নামে বিজেপির এক স্থানী নেতাকে বেধরক মারধর করা হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। চোখের উপরে অংশে আঘাত গুরুতর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় থানায়। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে এই হামলা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের কাজ। বিজেপির দাবি রাজনৈতিক জনসভা থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণর উপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। এমনকি তার গাড়িও ভাঙচুর চালানো হয়। অভিযোগ পুলিশকে জানানো হলেও ঘটনাস্থলে আসতে দেরি করে পুলিশ।

প্রবীণ সাংবাদিকের তথা সম্পাদকের পত্নীবিয়োগ

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। প্রয়াত হলেন রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা বর্তমান ত্রিপুরা পত্রিকার সম্পাদক সত্যজিৎ পুরকায়স্থের পত্নী এবং সাংবাদিক সঙ্গীতা পুরকায়স্থের মা ইন্দিরা ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি স্বামী এবং এক কন্যা সহ রেখে গেছেন অনেক আত্মীয় স্বজন। দীর্ঘদিন ধরে লিভারের রোগে ভুগছিলেন তিনি। রবিবার দুপুর তিনটা নাগাদ কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর রোডে বাড়িতে আচমকাই অসুস্থতা বোধ করলে সেখানেই প্রয়াত হন। এদিন বটতলা মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রয়াত ইন্দিরা ভট্টাচার্য পঞ্চায়েত দপ্তরে কর্মরত ছিলেন।

বাংলার

● **প্রথম পাতার পর**

গাছের গুড়ি ফেলে অবরোধ করলে যানজট সৃষ্টি হয়। টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করা হয় দেগঙ্গাতেও। ভ্যাবলায় ট্রেন অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। সব মিলিয়ে শনিবারের পরে রবিবারও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদও। জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। বহরমপুরের পাশাপাশি বীরভূমের মুরারই অশান্ত রয়েছে আজ বুধবারও।

মিত্রপুর ও হিয়াতনগর মোড়ে রাস্তার উপর আগুন জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে রাখেন আন্দোলনকারীরা। হাওড়ায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের গরফা ব্রিজের কাছে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। নতুন করে ফের এদিন বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হলে পুলিশ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে বলে জানা গিয়েছে। রেলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে আজ রবিবারও। নলহাটি-আজিমগঞ্জ, আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা এবং কৃষ্ণনগর-লালগোলা শাখায় এখনও ট্রেন পরিষেবা চালু হয়নি বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার নবান্নে সমস্ত জেলার পুলিস সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য পুলিসের ডিজি বীরেন্দ্র। টেলিফোনেই রবিবারের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ফেরানোর নির্দেশ দেন। টেলিফোনে তিনি রাজ্যের সমস্ত পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেন, বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করলে পুলিশ কোনও ধরনের বাধা দেবে না।

এই বিলের বিরংদ্ধে মানুষদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীও যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু কোনও ব্যক্তি,গোষ্ঠী বা সংগঠন যদি এই বিক্ষোভের নামে আইন হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে কড়া মনোভাব দেখাবে পুলিশ। প্রয়োজনে গ্রেফতারও করা হতে পারে তাঁদের। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবারের মধ্যে এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ফলে যে হিংসাত্মক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কড়া মনোভাব দেখাতে হবে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি।

চরমে

● **প্রথম পাতার পর**

নয়, টাকা নিয়ে যাওয়ার প্রামাণ্য সব তথ্যও নাকি তাদের কাছে আছে। অসহায় মিনারানী নাথ ও তার ভাই ব্যাঙ্কে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর জন্য ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে আর্জি জানান। কিন্তু ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে অস্বীকার করেন। আইনি মোতাবেক ফুটেজ দেখা যাবে বলে তাদের জানিয়ে দেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এহেন মানসিকতায় দিশাহীন হয়ে ভাই-বোন নিরাশ হয়ে গত ১০ ডিসেম্বর পানিসাগর থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় সিসিটিভি'র ফুটেজ খতিয়ে দেখতে যায়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পুলিশকে জানিয়ে দেয়, ফুটেজ দেখার কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। আগরতলাস্থিত হেড অফিসে অনুমতি ছাড়া কোনও ফুটেজ দেখানো সম্ভব নয়। হেড অফিসে চিঠি দিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বিষয়টি জানাবেন এবং অনুমতি পেলেই পুলিশকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে বলে জানান। এরই মধ্যে বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের গোচরে আসে। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ঘটনা সম্পর্কে খোজ নিতে পানিসাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভিজিৎবাবুর কাছে যান। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানান, বিগত আট মাস পূর্বে তিনি আসার আগেই নাকি সিসি ক্যামেরা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে রয়েছে। তাই কোনও ফুটেজ দেখানো সম্ভব হবে না। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই নাকি তদন্ত করতে হবে। তিনি দায় এড়ানোর কৌশল হিসেবে আরও বলেন, বিগত আট মাস ধরে নাকি বিষয়টি তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হেড অফিসকে জানিয়েছেন।

কিন্তু দপ্তর কর্তৃপক্ষ কোনও কর্ণপাত করেননি বলে পাল্টা দোষারোপ করেন অভিজিৎবাবু। এখন প্রশ্ন হল ব্যাঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কিভাবে দীর্ঘ আটমাস যাবৎ সিসিটিভি বিকল হয়ে রইলো এবং কেনই বা সেটি সাড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হলো না। দেশের বিভিন্ন স্থানে হ্যাকারদের কবলে পড়ছেন ভোক্তারা। এরই মধ্যে পানিসাগরে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। গ্রাহকরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পানিসাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন যে তথ্য উঠে এসেছে তাও সন্দেহের উর্দ্ধে নয় বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তথ্য আড়ালের উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কৌশল নিয়েছে। অসহায় পরিবারটি ১০ হাজার টাকা খুইয়ে আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। এখন দেখার বিষয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পরবর্তী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

াঙ্গন

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে বড় রানের টার্গেট রাখল টিম ইন্ডিয়া

চেন্নাই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে বড় রানের টার্গেট রাখল টিম ইন্ডিয়া। শ্রেয়স আইয়ার ঋষভ পন্তের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে চিপকে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে ৮ উইকেটে ২৮৮ রান তুলল ভারত। মাত্র ৮০ রানে দলের সেরা তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়েও শ্রেয়স আইয়ার ও ঋষভ পন্তের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় 'মেন ইন ব্লু'। চিপকে টস জিতে তিন একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতকে প্রথমে ব্যাটিং করতে পাঠান ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। কিন্তু টস হেরেও হতাশ হননি ক্যাপ্টেন কোহলি। কারণ টস জিতলে প্রথমে তিনি প্রথমে ব্যাটিং করতে চেয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু ভারতের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি টিম কোহলির। কিন্তু চতুর্থ উইকেটে আইয়ার ও পন্তের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে ম্যাচে ফেরে ভারত। দু'জনে ১১৪ রান যোগ করেন আইয়ার ও পন্ত। রবিবার একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্কোর বোর্ডে একশো রান ওঠার আগেই ভারতের সেরা তিন ব্যাটসম্যানকে ড্রেসিংরুমে ফেরত পাঠান ক্যারিবিয়ান বোলাররা। মুম্বইয়ে টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচে এই তিন ব্যাটসম্যানই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করে স্কোর বোর্ডে ২৪০ রান তুলেছিলেন। ওপেনিং জুটিতে ১৩৫ রান যোগ করেছিলেন রোহিত-রাহুল। কিন্তু এদিন ওপেনিং জুটিতে মাত্র ২১ রান যোগ করে ভারত। দলের হাল ধরেন দুই তরুণ। চার নম্বরে নেমে ৮৮ বলে ৭০ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন দিল্লির এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। এ নিয়ে টানা চারটি একদিনের ম্যাচে হাফ-সেঞ্চুরি করলেন আইয়ার। সেই সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে সমাধান হিসেবে উঠে এলেন তিনি। ইনিংসে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মারেন আইয়ার। আর অফ-ফর্মে থাকা পন্তও এদিন গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে ক্যাপ্টেনের ভরসা আদায় করে নিলেন। পাঁচ নম্বরে নেমে ৬৯ বলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন পন্ত।

বর্ষশেষে ম্যারাথন দৌড়ে রেকর্ড লিওনার্দ বার্সোতন ও ইথিওপিয়ার গুতেনি শোন-র

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বড়দিনের আগে রবিবাসরীয় সকালে বর্ষশেষে ম্যারাথন দৌড়ে পা মেলালেন প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার প্রতিযোগী। এই ম্যারাথনে নয়া ইভেন্ট রেকর্ড লিখলেন কেনিয়ার লিওনার্দ বার্সোতেন এবং ইথিওপিয়ার গুতেনি শোন। ১ঘন্টা ১৩মিনিট ০৫সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে কেনেসিয়া বেকেলের তৈরি করা পুরনো রেকর্ড (১:১৩:৪৮) ভাঙলেন বার্সোতেন। মূলত কেরিয়ারে তাঁর ক্রস কান্টি চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ডের জন্য অ্যাথলিট মহলে পরিচিত কেনিয়ার এই দৌড়বিদ উচ্ছ্বসিত নয়া রেকর্ড গড়তে পেরে। আগামীদিনে দুবাইয়ে র্যা ক হাফ ম্যারাথন ও ইউরোপিয়ান সার্কিটে অংশগ্রহণ করতে চলা বার্সোতেন সপ্তাহ দু'য়েক আগেও সংশয়ে ছিলেন কলকাতায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে। পাশাপাশি এদিন ২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেই কেনিয়ার এই দৌড়বিদ বুঝে গিয়েছিলেন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। বার্সোতেনের মতো তিলোত্তমায় নয়া রেকর্ড তৈরি করে একইরকম উচ্ছ্বসিত ইথিওপিয়ার গুতেনি শোন। ১ঘন্টা ২২মিনিট ০৯সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সাংবাদিক সম্মেলনে শোন জানান কলকাতার দূষণ সূচক বিশেষ সমস্যা না তৈরি করলেও তাপমাত্রা কিছুটা বিপক্ষে ছিল। পাশাপাশি শুরুর দিকে ট্র্যাকে অনেক টার্ন থাকায় কাজ কিছুটা কঠিন হচ্ছিল। উল্লেখ্য, পুরুষদের এলিট বিভাগের মতোই মহিলাদের এলিট বিভাগেও প্রথম তিন পুরনো ইভেন্ট রেকর্ড ভাঙেন এদিন। গুতেনির কথায়, 'চলতি বছর কঠোর পরিশ্রম করেছি। এখন তার ফল পাচ্ছি হাতে-নাতে।' মহিলাদের এলিট বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন যথাক্রমে বাহরিনের দেসি জিসা (১:২৩:৩২) ও তেজিতু দাবা (১:২৪:৩২)। ভারতের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম স্থানে শেষ করলেন যথাক্রমে শ্রীনু বুগাথা ও কিরণজিৎ কর। দিল্লি হাফ ম্যারাথন জয়ের রেশ ধরেই ১ঘন্টা ১৮মিনিট ৩১সেকেন্ড সময়ে শেষ করে কলকাতায় বাজিমাত করে গেলেন। গত তিনবছর দ্বিতীয় স্থানে শেষ করার পর চলতি বছর প্রথম স্থানে শেষ করে যারপরনাই খুশি বুগাথা।

চিপকে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামল টিম ইন্ডিয়া

চেন্নাই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের পর এবার একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামল টিম ইন্ডিয়া। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে চিপকে টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড শুরুতে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান টিম ইন্ডিয়াকে। চেন্নাইয়ে টস হারলেও হতাশ নয় ভারত। কেননা বিরাট কোহলি এক্ষেত্রে টস জিতলে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিতেন বলেই জানান। ভারত অধিনায়ক এও বলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমে বল করতে চাওয়ায় তিনি অবাক। কোহলির কথায়, 'টস জিতলে প্রথমে ব্যাট করতে চাইতাম। টস না জিতলেও তাই প্রথম ব্যাট করতে হওয়ায় খুশি। পিচ শুকনো দেখে ভালো লাগছে। আমি অবাক এই ভেবে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই পিচে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিল। একদিনের ক্রিকেটে প্রথম ব্যাট করাই আমাদের বিশেষ পছন্দের।' ভারতের প্রথম একাদশ: রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলি (ক্যাপ্টেন) শ্রেয়স আইয়ার, রিষভ পন্ত (উইকেটকিপার), কেদার যাদব, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, দীপক চাহার ও মহম্মদ শামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম একাদশ: শাই হোপ, সুনীল অ্যামব্রিস, শিমরন হেটমায়ার, নিকোলাস পুরান (উইকেটকিপার), রোস্টন চেস, কায়রন পোলার্ড (ক্যাপ্টেন), জেসন হোল্ডার, কীমো পল, হেডেন ওয়ালস, আলজারি জোসেফ ও শেলডন কটরেল। ি

ক্রিকেটের বিশ্বকাপ, অথচ সামনের বছর ভারতীয় দল খেলবে নাকি প্রথমবার !

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিশ্বকাপ ক্রিকেট। কিন্তু সেখানেই নাকি ভারতীয় দল খেলেবে প্রথমবার। ওয়ান ডে ক্রিকেটে দুটি ও টি-২০ ক্রিকেটে যেখানে ইতিমধ্যে ভারতীয় দল একটি বিশ্বকাপ জিতে ফেলেছে! ১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপের প্রথম আসর থেকে ভারত খেলছে। তা হলে কী করে ২০২০ সালে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলবে ভারত! এতসব চিন্তা-ভাবনা আসছে তো মাথায়! আমরা কিন্তু হেঁয়ালি করছি না। এই ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দল খেলবে প্রথমবার। সামনের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত হবে পঞ্চাশোর্ধ ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট।গত বছর নভেম্বর মাসে প্রথমবার পঞ্চাশোর্ধ ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল। ২০২০ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে হবে এই বিশ্বকাপ। আর প্রথমবার খেলবে ভারতীয় দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েও এবারই প্রথম খেলবে। ২০২০ সালের ১১ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্ট। আর সেখানে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েলস, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে ও পাকিস্তান।ইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের সিংহাসনে কিং কোহলি"এ" গ্রুপে থাকছে ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েলস, নামিবিয়া ও পাকিস্তান। বি গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে। শৈলেন্দ্র সিং ভারতীয় দলের অধিনায়ক। মুম্বইয়ের জিমখানায় তিনি ১৫ বছর ধরে অধিনায়কত্ব করেছেন। কাউন্টি ক্রিকেটেও খেলেছেন তিনি। গত বছর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পঞ্চাশোর্ধ বিশ্বকাপের প্রথম আসরে আটটি দল অংশ নিয়েছিল। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া।

ঋত্বিক রোশন তাঁর চরিত্রে অভিনয় করুন, চান স্বয়ং সৌরভ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বলিউড জগতের সঙ্গে খেলার দুনিয়ার বিশেষ করে ক্রিকেটের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা তো সকলেই জানে। তা সে বায়োপিকজনিতই হোক আর প্রণয়—বৈবাহিকই হোক। বক্সার মেরি কমের বায়োপিক 'মেরি কম', ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক 'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' এবং ২০২০ সালে মুক্তি পেতে চলেছে ক্রিকের কপিল দেবের বায়োপিক '৮৩'— এই তালিকার পরে একজন বাঙালির মন কী চায় তা তো খুব স্পষ্ট! দাদার দাদাগিরির গপ্পো। বহুদিনের সেই অপেক্ষার পর আশার একটা আলো এল বলে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 16 December, 2019, Monday আগরতলা ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ ডিসেম্বর ।। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার ওসি আজ একটি অল্ট্র গাড়ি তল্লাশি করে প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকার ফেন্সিডিল ও কফ সিরাপ আটক করে।

আজ দুপুরে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার ওসি বিবাস দাশ রাস্তায় উৎ পেতে বসেন। কয়েকটি গাড়ি তল্লাশি করার পর সন্দেহ জনক একটি অল্ট্র গাড়ি তল্লাশি করেন এবং এতে লক্ষাধিক টাকার ফেন্সিডিল ও কফ সিপার উদ্ধার হয়।

চুরি যাওয়া ৬টি গরু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। শান্তিরবাজার থানার পুলিশের হাতে ধড্র পড়লো চুরি হয়ে যাওয়া ৬টি গরু। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ ভোরবেলা শান্তির বাজার নাইট পেট্রোলিং এর গাড়ি শান্তি বাজার এলাকায় সাব্রুম থেকে আগত একটি গরু বোঝাইগাড়ি দেখতে পেয়ে আটক করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চালক ও গাড়িতে থাকানা অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে শান্তির বাজার থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় শান্তির বাজার থানার পুলিশ সাব্রুম থানার পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারে এই গরু গুলি গতকাল রাতে সাব্রুম এলাকা থেকে চুরি হয়েছে। আজকের চুরি সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার থানার নারায়ন সাহা। তিনি জানান আইনি পক্রিয়ার মাধ্যমে গরুগুলি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। চিকিৎসকেরা তাঁকে ১৫ দিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

১১ ডিসেম্বর বুকে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সিদ্দারামাইয়া। অসুস্থ নেতাকে হাসপাতালে দেখতে যান রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। এদিন সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন যে তিনি ভাল রয়েছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে ১৫ দিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রাজ্ঞ নেতার স্বাস্থ্যের অতিরিক্ত অবনতি নিয়ে যে খবর রটেছিল, তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সিদ্দারামাইয়া। মনে করা হচ্ছে শীঘ্রই ফের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

ঝাড়খণ্ড যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে বিজেপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

অন্ডাল, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নির্বাচনী প্রচারে ঝাড়খণ্ড যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে বিজেপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যে অস্থির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে রবিবার প্রধানমন্ত্রীকে তার বিস্তারিত রিপোর্ট দিলেন রাজ্যে বিজেপির সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ।

এই মুহূর্তে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি কে কেন্দ্র করে এক অস্থির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে রাজ্যে । এদিন আন্দাল বিমানবন্দরে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেন রাজ্যে বিজেপির সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি কে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে সৃষ্টি হওয়া অশান্তির কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানায় তারা । মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী । ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী সভা শেষে ফের অন্ডালে আসার কথা মোদীর । সেই সময় বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে বিজেপির প্রতিনিধি দল সূত্রে ।

বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী জানান, ""রাজ্যে যে অস্থির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তার জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তাদের মদতেই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। সরকার কড়া হাতে দমন করার কথা মুখে বলছে ।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। আজ সকাল থেকেই রাজ্যে অস্থির বাতাবরণ বিভিন্ন জেলায়। আমরা রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানাচ্ছি না। কিন্তু আমরা চাইছি সরকার শক্ত হাতে দমন করুক অশান্তির ঘটনাগুলি।

এদিন অন্ডাল বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফরকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে বিমানবন্দর সহ দুই নম্বর জাতীয় সড়ক নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ।

পাকিস্তানে ভাল নেই সংখ্যালঘুরা জানাল রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট

নিউইয়র্ক, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইমরান খানের আমলে পাকিস্তানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অবনতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘ।

চলতি মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কমিশন অন দি স্ট্যাটাস অফ ওম্যানের তরফে ৪৭ পাতার পাকিস্তানের ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক রিপোর্টে সে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের ভয়াবহ পরিস্থিতি কথা তুলে ধরা হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থিক এবং সামাজিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত এই কমিশন নিজেদের রিপোর্টে দাবি করেছে যে আহমেদিয়ার উপর হামলা তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে সে দেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলি। খ্রিষ্টান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলাদের অবস্থা খুবই বিপদজনক। প্রতি বছর কয়েক শো মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

হুমকি এবং নির্যাতনের মাঝে পড়ে নির্যাতিতার আর সমাজের মূলস্রোত বা ফেলে আসা পরিবারে ফিরে আসতে পারে না। এই ক্ষেত্রে পুলিশ এবং বিচার ব্যবস্থা খুবই উদাসীন এবং দ্বিচারিতায় পূর্ণ। সে দেশে পঞ্জাব এবং সিন্ধ প্রদেশে এই ধরণের অপরাধের বাড়বাড়ন্ত খুবই বেশি। নির্যাতিতাদের মধ্যে বেশির ভাগের বয়স ১৮-র নীচে। এমনকি সংখ্যালঘু শিশুদের উপরও শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন ক্রমাগত ভাবে বেড়ে চলেছে। স্কুলের মধ্যে সহপাঠী এবং শিক্ষকরা ধর্মের নামে সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের কটূক্তি সহ একাধিক শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। পাকিস্তানের একটি আইনের কথা উল্লেখ করে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে সে দেশে ইসলামকে অপমান করলেই তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। এই আইনের একাধিকবার অপপ্রয়োগ হয়েছে। যার ফল ভোগ করতে হয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের।

নেপালে পথ দুর্ঘটনায় নিহত ১৪

কাঠমাণ্ডু, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে বাস। নিহত ১৪। রবিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি নেপালের সিন্ধুপালচক জেলায় ঘটেছে। এদিন সকালে ডোলাখার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র কালিনচক থেকে বাসটি রাজধানী কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে রওয়া হয়েছিল। মধ্য নেপালের সিন্ধুপালচক জেলার সুনকোশি দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গিয়ে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়েছে চালক। জেলা পুলিশের মুখপাত্র গণেশ খানাল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই ১২ জনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারান আরও দুই। বাকি আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসটি মধ্যে সব মিলিয়ে ৩২ জন যাত্রী ছিল। চালক পালিয়ে গেলেও আশঙ্কাজনক অবস্থা খালাসির। কি কারণে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ধারণ ক্ষমতার থেকে বেশি যাত্রী নেওয়া এবং খারাপ রাস্তার জন্য নেপালে প্রায়ই পথ দুর্ঘটনার বলি হয় সাধারণ মানুষ। নেপাল পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত দশ বছরে ২২ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে পথ দুর্ঘটনায়।

অনশন মঞ্চে অচৈতন্য, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহিলা কমিশনের প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ক্রমাগত অনশনের ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল।

রবিবার সকালে তাঁকে দিল্লির লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

দেশজুড়ে মহিলাদের প্রতি হওয়া অপরাধের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণের মামলায় দোষীসাব্যস্তদের ছয় মাসের মধ্যে ফাঁসি দেওয়ার দাবিতে প্রায় ১৩দিন ধরে রাজধানী দিল্লির কনকনে ঠাণ্ডায় অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফারুকের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফারুক আবদুল্লাকে গৃহবন্দি করে রাখা নিয়ে নিন্দায় সরব হলেন ডিএমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিন। বিষয়টিকে অসম্মানজনক এবং সংবিধানের মূল্যবোধ বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

রবিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় এম কে স্ট্যালিন লিখেছেন, ৮২ বছর বয়সী সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে কোনও ভিত্তি ছাড়াই নাগরিক সুরক্ষা আইনের ধারায় আটকে রেখে দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে অসম্মান করা হয়েছে। যা লজ্জাজনক বিষয়ে। এদিন অবিলম্বে ফারুক আবদুল্লার মুক্তির দাবি করেন স্ট্যালিন।

ডিএমকে ছাড়াও এমডিএমকে, কংগ্রেস ফারুক আবদুল্লার গৃহবন্দী দশাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ফারুক

ছয়ের পাতায় দেখুন

মানবকল্যাণে মানবতাবাদ ও মানবপ্রেমে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। মানবকল্যাণে মানবতাবাদ ও মানবপ্রেমে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে। নিয়মিত ধ্যান করলে আমাদের মন ও মানিসকতা সুন্দরভাবে গড়ে উঠে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলার আড়ালিয়ায় প্রজাপিতা ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত তপস্যা ধাম ও স্নেহ মিলন উৎসবের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন। প্রদীপ জেলে ও ফিতা কেটে এই নবনির্মিত তপস্যা ধাম ও স্নেহ মিলন উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। কিন্তু বিভিন্ন সময় বৈদেশিক শক্তি ভারতকে দুর্বল করার জন্য আক্রমণ করেছে। তারা এদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও একতাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। আজও আমাদের দেশের সৌভ্রাতত্ব, আধ্যাত্মিকতা, পরম্পরা বিরাজমান। বৈদেশিক ঈর্ষা, কুটচাল, দাম্ভিকতা পরাজিত হয়েছে দেশের একতার কাছে। তাই চাই সততা, নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা। আমাদের প্রত্যেকের যে যে দায়িত্ব রয়েছে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রজাপিতা ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বক্ষা বাবা নারী সশক্তিকরণের যে কাজ শুরু করেছিলেন তা আজও অব্যাহত রয়েছে। মহিলারাই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার নিয়ক। মায়েদের ছাড়া একটি সমাজ, রাজ্য ও দেশের কল্যাণ হতে পারে না। মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য রাজ্য সরকার বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারও বহুবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নতুন সরকারের ২০ মাস সময়ে ২৩০৩ জন বেকার যুবক-যুবতীকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আরো ৬৩১১ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়ার জন্য অর্থমক অনুমোদন দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর ও স্বরোজগারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গুরুত্ব দিয়েছি। এই কাজে সাফল্যও আসছে। এখন ত্রিপুরায় অনেক স্ব-রোজগারী তৈরি হচ্ছে। স্ব-রোজগারীই ত্রিপুরার অর্থনীতিকে পাল্টে দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সাফল্য আসবে। রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে। রাজ্যের পূর্বতন সরকার এই বিষয়ে সম্পর্ণ উদাসীন ছিল। সাবমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে উঠলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। আগামী ২০২০ সালের ফেব্রয়ারী মাসের মধ্যে ফেনী নদীর উপর নির্মীয়মান বিজটির কাজ সম্পন্ন হলে ত্রিপুরা এক লজিস্টিক হাব-এ পরিণত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা রাজ্যকে মৎস্য ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছি। এম জি এন রেগায় এবছর রাজ্য কেন্দ্র থেকে ৪টি পুরস্কার পেয়েছে। মুখ্যমী বলেন, আড়ালিয়ার ও কৈলাসহরের প্রজাপিতা বক্ষাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার সহায়তা করবে। সকলের সহায়তা নিয়ে আমরা এ রাজ্যকে এক নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন ও পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। স্বাগত ভাষণ দেন প্রজাপিতা বক্ষকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মুখ্য সঞ্চালিকা কবিতা বেহেনজী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কল্পনা বেহেনজী।

উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে প্রজাপিতা বক্ষা বাবা সর্বপ্রথম পাকিস্থানের সিন্ধ প্রদেশে প্রজাপিতা বক্ষকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে রাজস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন প্রজাপিতা বক্ষকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বি কে জ্যোতি ভাই।

২৩ ডিসেম্বর মহামিছিলের ডাক দিল রাজ্য বিজেপি

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এর প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য। শহরে শহরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এই আইনের বিরোধীরা। এইফ বিক্ষোভের ফলে রাজ্যজুড়ে যেমন অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তেমনই নষ্ট হচ্ছে সরকারী সম্পত্তি উ এই আবস্থায় শান্তি মিছিলের ডাক দিল বিজেপি। চলতি মাসের ২৩ তারিখ মহামিছিল ডেকেছে বিজেপি। শহরের দুই জায়গা থেকে বের হবে এই মিছিল। প্রায় এক লক্ষ মানুষের জমায়েত হবে এই মিছিলে বলেই দাবি করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষউ পাশাপাশি ২৪ ডিসেম্বর একই রকম মহামিছিল হবে উত্তরবঙ্গেউ এছাড়াও জেলায় জেলায় হবে এই শান্তি মিছিল।

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে শুক্রবার থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল পার্কসার্কাস। বিকেল গড়াতেই সেই বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়ে। সংখ্যালঘুদের অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পার্কসার্কাসের সেভেন পয়েন্ট মোড়। এই বিক্ষোভ ছড়ায় জেলায় জেলায় উ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নেমে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আবেদন জানিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী গতকাল দুপুরেও একপ্রস্থ আন্দোলন হয় ধর্মতলায়। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনের মিছিল ঘিরে শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। যার জেরে ভোগান্তি হয় সাধারণ মানুষের প্রায় ঘন্টা খানেক পর যানজট মুক্ত হয় এলাকা। শুধু কলকাতায় নয় উলুবেড়িয়া পশ্চিম মেদিনীপুর বর্ধমান দুর্গাপুর মুর্শিদাবাদ সহ একাধিক শহরের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সংখ্যালঘুরা। শনিবার নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভে তোলপাড় হয়ে ওঠে মুর্শিবাদ, মালদা, হাওড়া। গতকাল মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষ্ণপুর স্টেশনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি ট্রেন। ভাঙচুর করা হয় স্টেশন। এছাড়াও হাওড়ার সলপ, কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, উলুবেড়িয়া, উনসানি সহ বেশ কয়েক জায়গায় তোলপাড় করে উন্মত্ত জনতা। আগুন লাগানো হয় ১৫টি গাড়িতে। ভাঙচুর করা হয় স্টেশন ও ট্রেন। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাল্লিকপুর স্টেশন অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা।

এদিক, প্রতিবাদ হিংসাত্মক চেহারা নিতেই মুখ্যমন্ত্রী কাউকে ছাড়া হবে না বলে হিংসাত্মক আন্দোলন থেকে বিরত থাকার কথা বলেন উ তবে কেবল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করার ঘোষণা ছাড়া এখনও পর্যন্ত কোথাও কাউকে গ্রেফতার বা হিসাত্বক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কোথাও কোনও প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় নি।

রাজ্যে এই অশান্ত পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও দলের কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা উ মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে রাহুলবাবু বলেন, "এই জামায়েত জঙ্গিরা মুখ্যমন্ত্রী ভাইয়ের সমান, তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাইয়েরা দাঙ্গা চালানোর পরেও মুখ্যমন্ত্রীর সুর নরমউ" এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিটি যথেষ্ট প্ররোচনা মূলক বলেও দাবি তাঁর। তিনি দাঙ্গার ভয়ংকর রূপ দেখেও আন্দোলন না থামিয়ে তা বজায় রাখার কথা বলেছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক বলেই হতাশা প্রকাশ করেন এই বিজেপি নেতৃত্ব।

প্রশাসনের কাছে রাহুলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি সাভারকরের নাতির

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : সরকারের উচিত রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী ধারায় মামলা দায়ের করা বলে জানিয়েছেন কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাতি রঞ্জিত সাভারকর।

রবিবার রঞ্জিত সাভারকর জানিয়েছেন, দেশকে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশনায়কদের সম্মান না করলে তরুণ প্রজন্ম আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে। যে দেশের আদর্শ নেই, তার ভবিষ্যতও নেই। তাঁর(রাহুল গান্ধী) বিরুদ্ধে সরকারের উচিত ফৌজদারী ধারায় মামলা দায়ের করা।

গান্ধী পরিবারের মানসিকতা যে এই রকমই, রবিবার তা মনে করিয়ে দিয়ে রঞ্জিত সাভারকর জানিয়েছেন, শিবাজি মহারাজকে লুটেরা বলেছিলেন জওহরলাল নেহেরু। পরে জনরোষের চাপে পড়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

এনআরসির প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স) : এনআরসির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধী মিছিল করতে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। আজ রবিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে পথে নামছে তৃণমূল। আজ সকালে হাওড়ায় শিবপুর ট্রামডিপো থেকে ক্যাব এনআরসির প্রতিবাদে মিছিলের ডাক দেয় তৃণমূল।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলার নেতৃবৃন্দ। মিছিল হয় হাওড়া থানা পর্যন্ত। মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আসানসোল ট্রাফিক কলোনি থেকে গীর্জা মোড় পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল জিটি রোডের উপর দিয়ে এসে গীর্জা মোড়ে শেষ হয়। কয়েকদিন আগে সাধারন মানুষ এর প্রতিবাদে মিছিল বের করেছিল। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস আসানসোলের জিটি রোডে বের করে এই মিছিল। এই ইস্যুতে আজ রবিবার থেকে সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার টানা চার দিন কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। শুক্রবারই আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রীর নির্দেশে রাজ্য জুড়েই পথে নামে জেলা তৃণমূল। রবিবারের রাজ্যের সব জেলায় মিছিলের পর সোমবার কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করবে তৃণমূল। সোমবার পথে নামবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। আগামীকাল আম্বেদকরের মূর্তির সামনে দুপুর ১টায় জমায়েত। এরপর গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিল হবে। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতায় মিছিল করা হবে। সেদিন যাদবপুর ৮বি থেকে ১টায় মিছিল শুরু হবে। মিছিল যাবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত। বুধবার মিছিল হবে হাওড়া থেকে।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এ রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি লাগু করা যাবে না। আইনের প্রতিবাদে রাজ্যের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।